সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

একাদশ ও দ্বাদশ সংস্করণ, মার্চ-এপ্রিল ২০২২ ■ ৪৯তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

অর্জিত অধিকার রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির
আসন্ন বিংশতিতম
রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে
মে—জুন ২০২২ মাসের বেতন থেকে
সম্মেলন সংগঠন তহবিল সংগ্রহ
কর্মসূচী সফল করুন।

তহবিলের হার

মোট বেতন ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ঃ ১০০ টাকা
৩০,০০১টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ঃ ২০০ টাকা
৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে	ঃ ৩০০ টাকা
ফ্যামিলি পেনশনার	ঃ ৫০ টাকা

প্রত্যেকের অনুদান আমাদের লড়াইয়ের পাথেয়
- কেন্দ্রীয় কমিটি

কর্মচারীদের রাত জাগা রাজপথে

২০-২১ মে আবারও রচিত হল ইতিহাস

রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের লড়াই আন্দোলন থামবে না। মহার্ঘভাতার মতো পেশাগত দাবি যেমন থাকবে তেমননি নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মচারীরা রাস্তার লড়াইয়ে সামিল হবেন। এই অবস্থান কর্মসূচী থেকে আগামী দিনের বৃহত্তর লড়াইয়ের সূচনা হল। বকেয়া মহার্ঘভাতা, সরকারি দপ্তরগুলোতে শূন্যপদে নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মেনে অস্থায়ী কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন, প্রতিহিংসাপরায়ন বদলি রদ সহ ৫ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে বিগত ২০-২১ মে ২০২২-এর দু'দিনের ঐতিহাসিক দিন-রাত্রি ব্যাপী রানি রাসমণি অ্যাভিনিউর অবস্থান মঞ্চ থেকে এই দৃঢ় শপথ ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বশেষ রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বহমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এ সময়ের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েই এক ভিন্নধর্মী প্রতিবাদ কর্মসূচী প্রতিপালনের যেখানে গোটা রাজ্যের কর্মচারী সমাজ রাস্তায় নেমে অবস্থান কর্মসূচী প্রতিপালন করবেন পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে। এই গণঅবস্থান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে বার্তা পাঠানো হবে কর্মচারী সমাজ ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে, তাদের শিরদাঁড়াটাও বেঁকে যায়নি, হারিয়ে যায়নি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর, অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে ও বকেয়া দাবি আদায়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে তারা দিন-রাত ব্যাপী বসে রয়েছে কলকাতার রাজপথে।

২০-২১ মে আহুত কর্মসূচীর বার্তা নিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা কোচবিহারের মেখলীগঞ্জ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লক পর্যন্ত গোটা রাজ্যের প্রত্যন্ত স্থানে পৌঁছে গেছেন। কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ, মানসিক যন্ত্রণা বর্তমান সরকারের সময়কালে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যেমন কর্মচারীদের কাছ থেকে উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে আলাপচারিতায় একইভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন নেশন কমিটির প্রতি আস্থা-ভরসা ব্যক্ত করেছেন গোটা রাজ্যের সমগ্র কর্মচারী সমাজ। তারই ফলশ্রুতিতে পাহাড় থেকে সাগরের হাজার হাজার কর্মচারীরা সমবেত হয়েছেন কলকাতার রাজপথে দু'দিনের দিনরাত্রি ব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচীতে, রাণি রাসমনি অ্যাভিনিউয়ে। দৃঢ় প্রত্যয়ে তারা স্লোগান তুলেছেন 'রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা রাজপথে, সরকার তুমি হুঁশিয়ার'।

গণ অবস্থান কর্মসূচী শুরুর প্রাক্কালে কলকাতার তিন প্রান্ত থেকে লাল পতাকা ও দাবি পোস্টারে সুসজ্জিত তিনটি সুবিশাল দৃপ্ত মিছিল সমাবেশ স্থলে এসে উপস্থিত হয়। সমাবেশের শুরুতেই প্রাক্কালে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। দু'দিনব্যাপী লাগাতার গণঅবস্থান কর্মসূচী পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতিত্রয় গীতা দে, প্রশান্ত সাহা ও মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। অবস্থান সমাবেশের মূল পাঁচ দফা দাবি—(১) বকেয়া ৩১ শতাংশে মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ অবিলম্বে প্রদান, (২) প্রশাসনের অভ্যন্তরে সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ, (৩) চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন এবং নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান, (৪) প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলি এবং শারীরিক মানসিক নির্যাতন বন্ধ কর, (৫) গণতন্ত্র, ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ-এর বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সহ

তখন প্রখর দাবদাহ, অবস্থান চলছে

তখন গভীর রাত, একইভাবে অবস্থান চলছে

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন

প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য

লোগো উদ্বোধন করছেন বিজয় শঙ্কর সিংহ

সম্মেলনের (২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০২২) অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হল গত ১৫ মে ২০২২ জলপাইগুড়ি শহরের জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে। সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠনের কর্মী অনীক মিত্র। সাথে সঙ্গত করেন অয়ন সরকার ও তাঁর সম্প্রদায়। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি অমিতাভ বোস এবং সহ-সভাপতিদ্বয় অনিতা বর্মন ও আশীষ দত্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রথমেই উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃত্বদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় প্রাথমিক বক্তব্য উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সভার একাংশ

কমিটির জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাস। তিনি বলেন, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম রাজ্য কো-অর্ডিনেশন হতে যাচ্ছে। বর্তমান এই জটিল পরিস্থিতিতেও লড়াই আন্দোলনের

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন

১৩-১৬ এপ্রিল বিহারের বেগুসরাইতে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৭-তম জাতীয় সম্মেলন। ১৩ এপ্রিল স্থানীয় গান্ধী

তপন সেন

ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্মেলনের সূচনা হয়। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ অশোক ধাওয়ালে। প্রকাশ্য সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অজয় কুমার এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী রামপরী এবং সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা। প্রকাশ্য সমাবেশ উপলক্ষে গান্ধী ময়দানের নামকরণ করা হয়েছিল অজয় মুখোপাধ্যায় নগর।

প্রকাশ্য সমাবেশের পর বিকেল ৪টের সময় পন্থাস গার্ডেন এন্ড রিসর্টে শুরু হয় বর্ধিত জাতীয় কাউন্সিল সভা। কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন সুভাষ লাম্বা। তিনি সমগ্র সম্মেলনের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটির নাম প্রস্তাব করেন। এর মধ্যে পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন ঃ এ. শ্রীকুমার (আহ্বায়ক), সুভাষ লাম্বা, এম. আনবারাসু, বিজয় শঙ্কর সিংহ, শশীকান্ত রায়, বিন্দু কুমারী সিং। মাইন্যুটস্ কমিটিতে ছিলেন, গোপাল দত্ত যোশী (আহ্বায়ক), মহুয়া রায় (ত্রিপুরা), ডঃ মোহনচন্দন (কেরালা), সুতপা হাজরা (পশ্চিমবঙ্গ), এইচ এস জয়কুমার (কর্ণাটক), গণেশ দেশমুখ

ড. অশোক ধাওয়ালে

(মহারাষ্ট্র) এবং তেজ সিং রাঠোর (রাজস্থান)। ক্রেডিনসিয়াল

সম্মেলনে রক্তপতাকা উত্তোলন

কমিটিতে ছিলেন বিজয় শঙ্কর সিং (আহ্বায়ক), সন্তোষ শেঠী (হরিয়ানা), শোভা লোকনাগরা (কর্ণাটক), চন্দ্রশেখর তিওয়ারি (ছত্তিশগড়), সঞ্জীব রেড্ডি (অন্ধ্রপ্রদেশ), বীরেন্দ্র সিং বাঘেল (মধ্যপ্রদেশ) এবং শর্মিলা ঠাকুর (ঝাড়খণ্ড)। স্বাগত কমিটিতে ছিলেন এম এ অজিত কুমার (কেরালা), প্রশান্ত জমোডে (মহারাষ্ট্র), পূর্ণচন্দ্র নায়ক (ওড়িশা), নীলম কুমারী (বিহার)। বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ), ডি. বাসুকি

● তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

সামনে দিন জোর লড়াই জোট বাঁধো তৈরি হও

নদী যখন উত্তাল, তখন শক্ত করে হাল ধরে নৌকোকে শুধু ভাসিয়ে রাখা নয়, ধীরে ধীরে এক পার থেকে আর এক পারে নিয়ে যাওয়াটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে এমন একজন মাঝি যে অসীম সাহসী, যার বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সর্বোপরি রয়েছে নৌকোর যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানোর দায়বদ্ধতা। এমন একজন মাঝি যদি নৌকোর হাল ধরে থাকে, তখন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও যাত্রীরা সাহসে বুক বেঁধে নৌকোতেই থাকেন। তাঁরা জানেন, নদী শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই মাঝি নৌকোর হালটা ঠিক ধরে থাকবেই।

এক দশকে ঠিক এমনই এক অসীম সাহসী, দায়বদ্ধ মাঝির ভূমিকা পালন করছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এক্ষেত্রে নৌকোর যাত্রী পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। চূড়ান্ত গণতন্ত্রবিহীন, বিশৃঙ্খল এক উথাল-পাথাল পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা নিয়ে ক্লান্তিহীন ভূমিকা প্রতিপালন করছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তবে মাঝিকে মুখোমুখি হতে হয় প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার। যা একসময় প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই শান্ত হয়। কোনো ক্ষমতার মদমত্ততা, লোভ, জিঘাংসা ইত্যাদি (অ) মানবিক উপাদানগুলি উথাল-পাথাল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে না। ফলে নদীর সাথে ঘর করা অভিজ্ঞ মাঝি জানে, কিছুটা সময় নৌকোটাকে ভাসিয়ে রাখতে পারলেই সমস্ত বিপদ কেটে যাবে।

কিন্তু যে উথাল-পাথাল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার দায়বদ্ধতা নিয়ে দৃঢ় হাতে হাল ধরেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, তা প্রকৃতির আপন নিয়মে সৃষ্ট নয়। একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার মদমত্ততা, লালসা, জিঘাংসার সম্মিলিত ফল হল আজকের পশ্চিমবাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্রাকৃতিক ঘূর্ণাবর্তের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের একটা বড় পার্থক্য হল, প্রকৃতির অভ্যন্তরে সতত ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বের সাহায্যে এক স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকৃতি নিজেই নিজেকে শান্ত করে। কিন্তু মানব সমাজে ক্ষমতালোভী, হিংস্র, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কোনো রাজনৈতিক শক্তি কখনোই নিজেই নিজেকে শান্ত করে না অথবা চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় না। এক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে একটা প্রবল চাপ তৈরি করতে হয়। স্থির লক্ষ্য, স্বচ্ছ নীতিগত অবস্থান, অনমনীয় মনোভাব এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এই পাল্টা চাপ। একদিনে নয়, বেশ কিছুটা সময় ধরে এক ধৈর্যশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

গত এক দশক ধরে ঠিক এই কাজেই লিপ্ত রয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। পাল্টা চাপ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি হল সংগঠনকে শক্তিশালী করে কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ধারাবাহিক পারস্যুয়েশন এবং স্ট্রাগল। এই তিন মাত্রার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। সংগঠন শক্তিশালী হলে পারস্যুয়েশন ও স্ট্রাগলও গতি পায়। আবার বর্ধিত গতি সম্পন্ন পারস্যুয়েশন ও স্ট্রাগল নতুন শক্তিকে সাংগঠনিক কাঠামোয় যুক্ত করতে সাহায্য করে।

২০১১ সালে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের পরে, এই ত্রি-মাত্রিক প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে নিরন্তর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। গত দশ-এগারো বছরে এমন একটা দিনও ছিল না, যেদিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অথবা তার অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠন কোনো না কোনো কর্মসূচীর মধ্যে ছিল না। ধারাবাহিক বিভিন্ন ধারার কর্মসূচী বা উদ্যোগের মধ্যেই, সময়ান্তরে বহু সংখ্যক কর্মচারীকে আবৃত করে প্রতিপালিত হয়েছে বৃহত্তর আকারের কর্মসূচী। বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশের দাবিতে বিকাশভবন অভিযান, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে নবান্ন অভিযান, বেতন কমিশন ও মহার্ঘভাতা সহ জরুরি কয়েকটি দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় পাঁচদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী ছিল এমনই সময়ান্তরে গৃহীত বৃহত্তর আকৃতি ও মাত্রার কর্মসূচী।

ধারাবাহিক ও সময়ান্তরে বৃহত্তর আকারের কর্মসূচীর পারম্পর্য বজায় রেখেই গত ২০-২১ মে অনুষ্ঠিত হল রাত্রিব্যাপী ২৪ ঘণ্টার গণঅবস্থান। পরিমাণগত ও গুণগত উভয়তই যা ছাপিয়ে গেল গত এক দশকের সমস্ত কর্মসূচীকেই। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহকে হেলায় উপেক্ষা করে, যেভাবে কর্মচারীরা ২৪ ঘণ্টা ধরে রাজপথ দখল করে রাখলেন, তা সংগঠনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আরও একটি উজ্জ্বল মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হল। এমন একটি কর্মসূচী, যা শুধু কর্মচারীদের কাছেই নয়, শ্রমিক-কর্মচারী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ, যাঁরা সংগঠিতভাবে পাল্টা চাপ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তাঁদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

যে কোনো বৃহৎ কর্মসূচীর একটা দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব থাকে। ২০-২১ মে, ২০২২-র অবস্থান কর্মসূচীও দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব ছিল। উপর্যুপরি দু'বার ব্লক স্তর পর্যন্ত সফর (সাংগঠনিক কর্মসূচী), তার মধ্যে একবার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমার শাসক ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন। সদস্য সংগ্রহের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন। মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং আধিকারিকদের কাছে পত্র প্রেরণ (পারস্যুয়েশন) এবং কলকাতা সহ প্রতিটি জেলায় টিফিন বিরতিতে একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচী। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির উদ্যোগে প্রতিপালিত বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রস্তুতির কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও ২০-২১ মে'র অবস্থান কর্মসূচীকে সামনে রেখে সাধারণ সভা, স্কোয়াড, স্লোগান-শাউটিং, লিফলেট বিতরণ, কর্মসূচীর ফ্লেক্স ও স্টিকার ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারীর কাছে কার্যত পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রস্তুতি পর্বের আরও একটি অতিরিক্ত উপাদান ছিল ২৮-২৯ মার্চের সাধারণ ধর্মঘট। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির যৌথ মঞ্চের ১২ দফা দাবির সাথে মহার্ঘভাতা, শূন্যপদ পূরণ ও চুক্তি কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবিকে যুক্ত করে ধর্মঘটের সমর্থনে নিবীড় প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সাধারণ ধর্মঘট কেন্দ্রীক প্রচার ২০-২১ মে অবস্থান কর্মসূচীর সাফল্যের প্রাথমিক ধাপ তৈরি করে দিয়েছিল।

রাজ্য প্রশাসনের চরিত্রগত যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অবস্থান কর্মসূচীর দাবি সনদ প্রস্তুত করেছিল। প্রশাসনে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ রয়েছে, যা পূরণ করার দাবি শুধুমাত্র কর্মচারীদের দাবি নয়, রাজ্যের কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদেরও দাবি। প্রশাসনে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা নিয়োগহীনতার কারণে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সামান্য মজুরির বিনিময়ে কোনো সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হওয়া চুক্তি-ভিত্তিক কর্মচারীদের সংখ্যা। অথচ এই বিপুল সংখ্যক কর্মচারী স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় দায়িত্ব প্রতিপালন করছেন। নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো সুযোগ এই অংশের নেই। কারণ সংগঠিত হওয়ার অধিকারটুকুও এদের নেই। জনসমাজের যে কোনো অংশ, যারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার, তাদের স্বার্থের কথা বলার আদর্শগত দায়বদ্ধতা নিয়েই পথ চলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। স্বভাবতই প্রশাসনের অভ্যন্তরে চরম শোষিত ও বঞ্চিত চুক্তি কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ এবং স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিও অবস্থান কর্মসূচীর দাবি সনদে যুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতই এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই তারা সকলেই প্রকাশ্যে এই কর্মসূচীতে অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহমর্মিতা আপ্লুত করেছে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বড় অংশকেই। তারা উপলব্ধি করেছে নিজেদের দাবি নিয়ে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার সুযোগ এই মুহূর্তে তাদের না থাকলেও, সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কার্যকরী দাবিসনদ প্রস্তুত করা, নিবিড় প্রচার যা ছুঁয়ে গেছে প্রত্যেক কর্মচারীর মন এবং বিশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগের সম্মিলিত ফল হল ২০-২১ মে ঐতিহাসিক অবস্থান কর্মসূচী। ইতিহাস নির্মাণের দক্ষ কারিগর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, আরও একবার ইতিহাস সৃষ্টি করল কলকাতার রাজপথে। কয়েক হাজার কর্মচারী রাজপথে রাত জেগে সোচ্চার হলেন জরুরি পাঁচ দফা দাবি নিয়ে। রাজ্যসরকারের কাছে একটা বার্তা পৌঁছেছেই যে, যে সংগঠনকে ভাঙার দিবাস্বপ্ন তাঁরা দেখছেন, সেই সংগঠন তার বিপুল শক্তিকে অটুট রেখে দক্ষ মাঝির মতো কর্মচারী সমাজকে এই উথাল-পাথাল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কিন্তু এটাও ঠিক, ইতিহাস নির্মিত হলেও, বিজয় এখনও অর্জিত হয়নি। তাই বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। আবারও প্রস্তুত হতে হবে আরও বড় লড়াইয়ের জন্য। আরও বেশি শক্তিকে সংহত করে, আরও জোরে ধাক্কা দেওয়ার জন্য। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলি, যারা এই অবস্থান কর্মসূচীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল, পরবর্তী ধাপে তাদেরও সম্মিলিত শক্তিকে যুক্ত করে নিয়ে আরও বৃহৎ আকারে, আরও বর্ধিত শক্তি নিয়ে অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেই হবে। এটা সময়ের ডাক। আর সময়ের ডাকে উপযুক্ত সাড়া দেওয়ার নামই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতিতে গতিশীলতাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধর্ম। □

৮ জুন, ২০২২

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

অভ্যর্থনা কমিটি গঠন

ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার দিক রয়েছে তাকে নিয়ে আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছি, এগোবার চেষ্টা করেছি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অর্পিত এই দায়িত্ব পেয়ে আমরা গর্বিত। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় লড়াই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এরপর জলপাইগুড়ি জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি তুলে ধরেন। জেলার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন ছোটো জেলা হলেও হলেও সমিতিগত বহু সম্মেলন সংগঠিত করার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের পর আমাদের কাজে নেমে পরতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সকল নেতৃত্ব ও কর্মীরা মিলে আমরা এই সম্মেলনের কাজকে সফল করে তুলতে পারব। এরপর তিনি অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।

এরপর সম্মেলনের লোগো উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। এরপর প্রদর্শিত হয় লোগোকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিয়ো। লোগো তৈরি করার জন্য বিশিষ্ট শিল্পী ও চিত্র পরিচালক অভিরূপ

অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় বক্তব্য রাখছেন মনোজিৎ দাস

গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনা দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

এরপর বক্তব্য রাখেন সম্মানীয় অধ্যাপক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তমোজিৎ রায়। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে সারা দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিস্ট শক্তির বারবারন্ত ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সম্পর্কে বলেন। রাষ্ট্রীয় শিল্পের বেসরকারীকরণ, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার বিষয়ে বলেন। সমাজের স্বার্থে সকলকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক ও চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব জিয়াউল আলম। তিনি জলপাইগুড়িতে এই সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকা ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, সামগ্রিক জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে তা থেকে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন দানা বাধছে। তিনি বলেন, এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সকল সংগঠনের ভূমিকা থাকবে। বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক প্রদীপ কর্মকার। তিনি এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সকলরকম সহায়তা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কে-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি বলেন জলপাইগুড়ি জেলা কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক ও গণআন্দোলনের পীঠস্থান। তিনি বলেন রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অনেক সমিতির শতবর্ষের ইতিহাস আছে। আন্তর্জাতিক কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আছে। অনেক কর্মচারী শহীদ হয়েছেন এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া তিনি সামগ্রিকভাবে কর্মচারী আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন।

এছাড়াও সভাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক দেবব্রত রায়, প্রবীণ সংগঠক প্রবীর মুখার্জি, অপূর্ব বোস, ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক বাণীব্রত সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্ব এবং ভ্রাতৃপ্রতীম ও অন্যান্য গণসংগঠনের নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব, কর্মী ও সদস্যবৃন্দ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি অমিতাভ বোস সভা শেষ করতে গিয়ে উপস্থিত সকলকে রক্তিম অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সকলের সহযোগিতা চাই সম্মেলন সফল করতে। আশা প্রকাশ করেন অনেক নতুন কর্মী আমরা চয়ন করতে পারব এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। তারাই হবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভবিষ্যৎ।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলার কর্মচারীদের আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচুর বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মচারী অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। মোট উপস্থিতি ছিল ৪০০ জনের বেশি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ইউ টিউবে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের পরবর্তীতে জেলা সংগঠনের উদ্যোগে একটি দানমেলা সংগঠিত হয়। এই দান মেলায় একদিনে ১৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। যা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিগতভাবে দানমেলায় সংগৃহীত অর্থের ক্ষেত্রে ইতিহাস তৈরি করেছে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কর্মচারীদের রাতজাগা

বহুমাত্রিক বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ কর---সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল লড়াইয়ের ময়দানে কর্মচারীদের ওপর সরকারের তীব্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে। জন্মলগ্ন থেকে কর্মচারীদের স্বার্থে সংগঠন লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করেছে, সংগ্রামের ময়দানে বহু দাবি অর্জিত হয়েছে সংগঠনের লাগাতার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ধারাবাহিক পে-কমিশন গঠিত হওয়া থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার অধিকার সবটাই আমরা অর্জন করেছি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেয়ে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিশ্বাস করে দাবি আদায়ে লড়াই আন্দোলনের অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে এটা অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছে যে মহার্ঘভাতা কর্মচারীর হকের পাওনা। এটা সরকারের দয়ার দান নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র আদালতের রায় হলেই বর্তমান সরকার মহার্ঘভাতা দিয়ে দেবে এটা ভুল ধারণা। কারণ এই সরকার ইতিপূর্বেও বহু রায়কে কার্যকর করতে অস্বীকার করেছে। আবার এটাও ঠিক ১৯৭০ সাল থেকে এ রাজ্যে রোপা (রিভিশন অব পে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

২৮-২৯ মার্চের ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গেও ভালো সাড়া

গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ২৮-২৯ মার্চ সাড়া জাগানো ধর্মঘটের সাক্ষী থাকলো পশ্চিমবঙ্গও। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কৃষকরা ধর্মঘটে সাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার ফলে এক মরিয়া লড়াইতে শামিল হয়েছেন তাঁরা। শ্রমিক-কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্র, যুব, মহিলারাও রাজ্য জুড়ে রেল ও রাস্তা অবরোধ করেছেন। পুলিশের লাঠি চার্জ, গ্রেপ্তারি এবং তৃণমূল বাহিনীর হামলা সত্ত্বেও জনগণের ব্যাপক সমর্থনে গোটা রাজ্যেই এই ধর্মঘট যথেষ্ট সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের দাবিগুলির সঙ্গে নিজেদের জীবনযন্ত্রণার মিল খুঁজে পেয়েছেন বলেই ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। ধর্মঘটকে কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর জনগণের মেজাজ দেখে পিছু হটতে বাধ্য হয় পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ১২ দফা দাবিতে সারা দেশ জুড়ে দু-দিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আহূত এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি। সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে এবং অ্যাফিলিয়েটেড রাজ্য ভিত্তিক সংগঠনগুলির কাছে স্ব স্ব রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানায়। পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ বিভিন্ন বোর্ড কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের আবৃত করা সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং যুক্ত কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও স্টিয়ারিং কমিটি , এই চারটি সংগঠনেরই সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েশন আছে। তাই বারোটি জাতীয় দাবির সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জ্বলন্ত দাবিগুলি যুক্ত করে এই চারটি সংগঠন রাজ্য প্রশাসন সহ রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের এই ধর্মঘটে শামিল করার জন্য যৌথভাবে উদ্যোগ নেয়।

২৮ মার্চ সকাল থেকেই কলকাতা ও জেলাগুলির অজস্র জায়গায় মিছিল এবং রাস্তা অবরোধে শামিল হন ধর্মঘট সমর্থকরা। কলকাতায় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে এন্টালি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সি আই টি ইউ-এর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু, ইউ টি ইউ সি নেতা অশোক ঘোষ, এ আই সি সি টি ইউ নেতা বাসুদেব বসু, আই এন টি ইউ সি নেতা কামারুজ্জামান কামার এবং এস এফ আই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য।

২৮ মার্চ দুপুরে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৃহৎ ইস্পাত শিল্পে ২৫ শতাংশ বৈঠক করে জানানো হয় যে চা বাগান, চটকল, ইট ভাটা, নির্মাণ ক্ষেত্র সহ রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশের বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যের সমস্ত শিল্পাঞ্চলে এবং শিল্পতালুকে প্রভাব পড়েছে ধর্মঘটের। গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক সফল হয়েছে ধর্মঘট। দার্জিলিং জেলার ৬০ শতাংশ চা বাগানে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ওই হার যথাক্রমে ৬৫ ও ৭০ শতাংশ। উত্তর দিনাজপুর জেলার চা বাগানগুলিতে ৫০ শতাংশের বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নেন। উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি সহ একাধিক জেলায় অবস্থিত ৫২টি চটকলের মধ্যে ২৪টি চটকল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বাকি চটকলগুলিতে ধর্মঘটের প্রভাব ছিল ৬০-৮০ শতাংশ। বেসরকারী পরিবহনের ক্ষেত্রেও ধর্মঘটে ভালো প্রভাব পড়েছে। শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ নেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি লৌহ শিল্পে ৬৫ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। কয়লা শিল্পে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের হার ছিল ৩০ শতাংশ। ৬৫ শতাংশ বড় সিমেন্ট কারখানায় কাজ হয়নি। ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে। রাজ্যের ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। আশা, আই সি ডি এস ও মিড ডে মিল কর্মীরাও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া সহ বিড়ি শিল্পের মূল কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ১০০ শতাংশ সফল ধর্মঘট হয়েছে। শহরাঞ্চলে মেডিক্যাল সেলস প্রমোশনের কাজ পুরোপুরি স্তব্ধ ছিল। ওলা উবেরের ক্ষেত্রে ধর্মঘট ৬২ শতাংশ সফল হয়। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও ধর্মঘটের ভালোই প্রভাব পড়ে।

ধর্মঘটের প্রথম দিন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকেই পথ অবরোধ করেন ধর্মঘট সমর্থকরা। জেলাগুলিতেও সকাল থেকেই ধর্মঘটীরা মিছিল করেন এবং রাস্তা ও রেল অবরোধ করেন। সব মিলিয়ে রাজ্যের ৪৯০টি জায়গায় জাতীয় ও রাজ্য সড়ক অবরোধ হয়েছে। জেলাগুলিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন গ্রামের বাসিন্দারা। শিয়ালদহ ও

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন

(তামিলনাড়ু), বিশ্বাস কাটকর, গোপাল দত্তযোগী, এন. ডি. তিওয়ারি, শ্রীমতি সাহু এবং বিন্দ কুমারী সিংকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কাউন্সিল সভার কাজ পরিচালনা করেন। কাউন্সিল সভায় পশ্চিমবাংলা থেকে বক্তব্য রাখেন প্রণব কর। এই সভায় সর্বভারতীয় সংগঠনের সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনীর প্রস্তাব পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ন। প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক।

১৪ এপ্রিল সকাল ৯.৪৫ মিনিটে রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের সূচনা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সুভাষ লাম্বা। প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। এছাড়াও সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইনসিওরেন্স এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকান্ত মিশ্র এবং ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ গুপ্ত।

প্রতিনিধি অধিবেশনে মূল প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর পশ্চিমবাংলা থেকে আলোচনা করেন সুমিত ভট্টাচার্য ও দেবব্রত রায়। প্রতিনিধি অধিবেশন চলাকালীন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ পাব্লিক এন্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেসের সহ-সভাপতি ভোলানাথ পোখবেল, কনফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এন্ড ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক আর এন পরাসর এবং অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট পেনশনার্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি অশোক হুল। এছাড়াও সম্মেলনকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের সাধারণ সম্পাদক জোলা জাফাথে। প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার।

১৫ এপ্রিল দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় মহিলা অধিবেশন। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি রামপরি। নীলম কুমারি স্বাগত ভাষণ দেন এবং রেখা কুমারি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই পর্বে প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সবিতা (হরিয়ানা) এবং মহুয়া রায় (ত্রিপুরা)। মহিলা অধিবেশনে পশ্চিমবাংলা থেকে আলোচনায় অংশ নেন দেবলা মুখার্জী। সি পরমেশ্বরী (তামিলনাড়ু), বি কে সীজা (কেরালা), কবিতা বান্বে (মহারাষ্ট্র), বিন্দু কুমারি সিং (বিহার), সুতপা হাজরা (পশ্চিমবঙ্গ), নীমা জৈন (পাঞ্জাব), শোভা লোকনগত্রা (কর্ণাটক)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী মহিলা অধিবেশন পরিচালনা করেন। সমগ্র আলোচনার শেষে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার।

জাতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে সংগঠনের নীতি ও কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। এই প্রস্তাবের ওপরেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। পশ্চিমবাংলা থেকে আলোচনায় অংশ নেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ী কাজ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ রদ, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপ লাইন বাতিল করার দাবি সহ মোট ১৪টি প্রস্তাব সম্মেলন থেকে গৃহীত হয়।

জাতীয় সম্মেলন থেকে নব-নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন, **সভাপতি**-সুভাষ লাম্বা, **সাধারণ সম্পাদক**-এ. শ্রীকুমার, **কোষাধ্যক্ষ**- শশীকান্ত রায়, **সহ-সাধারণ সম্পাদক**-এম অনবরাসু ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

২৪টি রাজ্যের ২৬টি সংগঠনের পক্ষ থেকে ১২১ জন মহিলা সহ ৫৩৪ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নেন। □

স্থানীয় আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে সাফল্য

জলপাইগুড়ি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জেলার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বীকা প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্য জেলার কর্মচারী সমাজকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেকগুলো বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে, জেলার অধিকাংশ নার্সিংহোম এখনো এই প্রকল্পের বাইরে। স্বভাবতই যাতে জেলার সকল প্রান্তে কর্মচারী / অবসরপ্রাপ্তরা এই সুবিধা নিকটবর্তী স্থানে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে জেলার সর্বত্র বিশেষত চুক্তি / অস্থায়ী কর্মচারীরা পরিবার সহ স্বাস্থ্য সাথীর সুযোগ জেলার সর্বত্র পান, তারা যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন তার নিশ্চিৎকরণ সহ বিভাগীয় শহর হিসেবে জেলার সার্বিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, অযথা রেফার বন্ধ করা এবং সঙ্কটাপন্ন রোগীর পরিবহনের জন্য ক্রিটিকাল কেয়ার এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করার মতো তিনদফা স্থানীয় দাবি নিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জেলাশাসককে প্রদান করল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সমগ্র জেলাজুড়ে প্রায় সাত সহস্রাধিক কর্মচারী / পেনশনার বন্ধী এই দাবিগুলির স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর অভিযানে সামিল হয়ে স্বাক্ষর করে তাদের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। টিফিন বিরতিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাস। কর্মসূচীতে প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারী-পেনশনার বন্ধু সামিল হয়েছিলেন। সামগ্রিক দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে বলে জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে। □

সমিতি সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন-র ২৭তম রাজ্য সম্মেলন গত ৭-৮ মে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সমিতি ভবনে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক বঞ্চনা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আগামীতে জোরদার লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করেছে এই সম্মেলন।

৭ মে সুসজ্জিত মিছিলের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহসভানেত্রী গীতা দে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে যুগ্ম সম্পাদক শক্তিপদ জানা এবং কোষাধ্যক্ষ গৌতম তপাদার। মোট ১৮ জন প্রতিনিধি এর উপর আলোচনা করেন। জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা দাস। আগামী ২০-২১ মে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় গণঅবস্থান কর্মসূচীর সমর্থনে প্রস্তাব সহ একাধিক প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে নির্মিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা শংকর ব্যানার্জি। মোট ১৭ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক এখানে বিক্রয় হয়।

সম্মেলন থেকে রমেণ মণ্ডল **সভাপতি**, বাপ্পা দাস **সাধারণ সম্পাদক**, শক্তিপদ জানা **যুগ্ম সম্পাদক**, শুভদীপ ঘোষ ও মলয় চক্রবর্তী **সহ-সম্পাদক**, ছোটন চক্রবর্তী **কোষাধ্যক্ষ**, নিলয় পাল চৌধুরী **দপ্তর সম্পাদক** এবং শান্তনু ভট্টাচার্য **মুখপত্র সম্পাদক** নির্বাচিত হয়েছেন। রমেন মণ্ডল, মানস কুমার বড়ুয়া এবং সুবিমল দত্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী দু'দিনের এই সম্মেলন পরিচালনা করেন। □

মাননীয় অভিরূপ সরকার মহাশয়

এ তো পুরনো কাসুন্দি

সুমিত ভট্টাচার্য

মাননীয় অভিরূপ সরকার মহাশয় একটি প্রখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতির অধ্যাপক। যদিও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাছে তিনি অধিক পরিচিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে। চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। যদিও তাঁর নেতৃত্বাধীন বেতন কমিশন কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কী কী সুপারিশ সরকার বাহাদুরের বিবেচনার জন্য জমা দিয়েছিল তা চাক্ষুষ করার সুযোগ কারও হয়নি।

তা যাই হোক, অভিরূপবাবুর নেতৃত্বাধীন বেতন কমিশন প্রসঙ্গে আলোচনা করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তিনি সতত অগ্রগামী একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে বর্তমান রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতির স্বপক্ষে যে 'জোরালো' সওয়াল করেছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ই এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হবে।

গোটা নিবন্ধে মোদ্দা কথাগুলি হল এইরকম যে, গত দশ বছরে, অর্থাৎ বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজ্যের আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সরকারের ধার করার ক্ষমতাও বেড়েছে। ফলে সরকার বেশি বেশি করে ধার করতেই পারে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। আবার প্রচুর ধার করলেও, এখনি গোল গেল রব তোলার মতো কিছুই হয়নি। পাশাপাশি আরও অনেকগুলি রাজ্য রয়েছে, যারা পশ্চিমবাংলার থেকেও বেশি বা পশ্চিমবাংলার মতোই ধার করেছে। সুতরাং পশ্চিমবাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে আর্থিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে বা সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার মতো অবস্থা থাকবে না—এসব দুর্জন বিরোধীদের যুক্তি। বাস্তব অবস্থা মোটেই তা নয়।

তবে অভিরূপবাবুর এই যুক্তিগুলিকে সাজিয়েছেন তাঁর মূল উদ্দেশ্যকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। মূল উদ্দেশ্য হল সরকার মহার্ঘভাতা দিতে পারছে না, বা দিচ্ছে না, কারণ অনেকগুলি সামাজিক প্রকল্প জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকারকে চালাতে হচ্ছে। এই খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। অপরদিকে বেতন কমিশন চালু হওয়ার পরে এক শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে প্রতি মাসে খরচ হবে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা (আগে ছিল ২৫ কোটি টাকা। এখন ২৫×২–৫৭)। সুতরাং বছরে খরচ হবে ৬৪×১২=৭৬৮ কোটি টাকা। আর সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে খরচ দাঁড়াবে ২৩ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। ফলে, সরকারকে যদি মহার্ঘভাতা দিতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কল্যাণে গৃহীত সামাজিক প্রকল্পগুলির বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হবে। এক কথায় জনগণ বনাম সরকারী কর্মচারীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কারসাজি। অবশ্য এই কারসাজি যে অভিরূপবাবুর মস্তিষ্ক প্রসূত তা আদৌ নয়। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ঠিক একই কথা, কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে বলেছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। অর্থাৎ অভিরূপবাবু একটা পুরনো কৌশলকে ঝুলি থেকে ধুলো ছেড়ে বের করে নতুন করে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন। তবে এক্ষেত্রে অভিরূপবাবুর একটি সংযোজনী রয়েছে এবং কিছুটা অভিনবত্বও রয়েছে। সংযোজনীটি হল, তিনি শুধু মহার্ঘভাতাতেই থেমে যাননি। স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তি নিয়োগের পক্ষেও সওয়াল করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এটাও নাকি সরকারের খরচ বাঁচানোর জন্যই করতে হচ্ছে। কারণ একজন স্থায়ী কর্মচারীকে যে বেতন-ভাতা দিতে হয়, তার থেকে অনেক অনেক কম মজুরি দিয়ে একজন অস্থায়ী কর্মচারীকে কাজ করানো যায়। সরকারের কাজও হল, খরচও কম হল। মানে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। এত গেল সংযোজনী। কিন্তু অভিনবত্বটা কী? অভিনবত্ব হল, তিনি জোরদার সওয়াল করেও কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন পাঠক তথা জনগণের ওপর। মানে অভিরূপবাবুর উদ্দেশ্যটা দাঁড়ালো এইরকম—তোমরা যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা দুয়ারে সরকারের উপভোক্তা, তারাই বল ওদের না দিয়ে তোমাদের দেওয়াটা ঠিক হয়েছে কিনা? এই শেষ খোঁচাটা শুধুমাত্র জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদের (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) মুখোমুখি দাঁড় করানোই নয়, এদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার একটা কৌশল।

আমরা এখন অভিরূপ সরকার মহাশয়ের প্রতিটি যুক্তির প্রতিযুক্তি নির্মাণ করে করে এগনোর চেষ্টা করতে পারি। আমাদের রাজ্যে বর্তমান সরকারের বৈশিষ্ট্য হল, প্রতি বছর বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় যে সমস্ত পরিসংখ্যান হাজির করা হয়, তা কিছুটা ভুতুরে চরিত্রের। কারণ ঐ সমস্ত পরিসংখ্যানের কোনো ভিত্তি বা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথেও খাপ খায় না। যেমন কোভিড পর্বে যখন গোটা বিশ্ব তথা আমাদের দেশের অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত, তখনও এরাজ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি) তরতর করে বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন যাদু বলে, তা কেউ জানে না। রাজ্য সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ওপর ভরসা নেই বলেই সম্ভবত অভিরূপবাবু নিজে অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তেমনভাবে কোনো তথ্য পরিসংখ্যান হাজির করেননি। তাঁর লেখার সাথে শুধুমাত্র ঋণ-আয় অনুপাতের একটা লেখচিত্র হাজির করেছেন।

তাঁর প্রথম যুক্তি হল, গত দশ বছরে ক্রমান্বয়ে সরকারের আয় বেড়েছে। এমনকি কোভিডের সময়েও কিছুটা কম হলেও বৃদ্ধির ধারা বজায় থেকেছে। কিন্তু কিভাবে কোন কোন সূত্র থেকে আয় বৃদ্ধি পেল, তা তিনি উল্লেখ করেননি। রাজ্যে গত দশ বছরে লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা শোনা গেছে, কিন্তু নতুন কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। বরং বেশ কিছু পুরনো শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষি ব্যবস্থা সমগ্র দেশেই সঙ্কট জর্জরিত। এরাজ্যের কৃষিও তার বাইরে নয়। পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রসারও ঘটেছে নামমাত্রা। অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টিকারী তিনটি প্রধান ক্ষেত্র থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নামমাত্র। তাহলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পেল কোন সূত্র থেকে? অভিরূপবাবু এই প্রশ্নে নিরুত্তর। অবশ্য একটি সূত্র অভিরূপবাবু না জানালেও জনগণের নজরে এসেছে। তা হল, মদের ব্যবসার ঢালাও প্রসার ঘটেছে এবং তা থেকে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে (আবগারি শুল্ক)। পরিশ্রম করে আয় করাও আয়, আবার চুরি করে আয় করাও আয়। সামাজিক মর্যাদার যতই পার্থক্য থাক। তেমনি কৃষি, শিল্প না হোক 'মদ' থেকে আয়ও আয়। আয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় একটি প্রসঙ্গও অভিরূপবাবু এড়িয়ে গেছেন, তা হল সারা দেশে মোট সংগৃহীত পরোক্ষ করে (এখন জি এস টি) রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ (ডিভিসিবল পুল) বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি যেটা অভিরূপবাবু জেনেও বলেননি তা হল, রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ ও ক্ষমতার দাবিতে বরাবর সব থেকে বেশি সোচ্চার ছিল বামপন্থীরা। এমনকি এখনও, যখন এ রাজ্যে বামপন্থীদের পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, তখনও জি এস টি-র ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য প্রতিশ্রুতি মতো দিয়ে দেওয়ার দাবি কেন্দ্রের কাছে বামপন্থীরা করেছে। অর্থাৎ আদর্শ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

অবস্থান কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্ব

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

আইনজীবীদের নকল আদালত

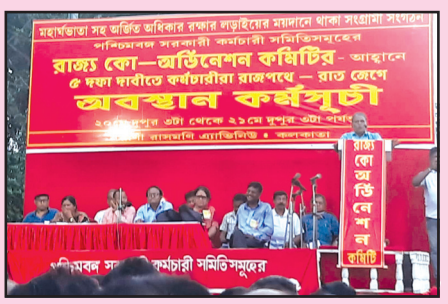

অবস্থান মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

পুরুলিয়ার ছৌ নাচ

বক্তা বিকাশ ভট্টাচার্য

অবস্থানমুখী মিছিল

পশ্চিমবাংলার মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

গভীর রাতে সঙ্গীত

সর্বভারতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ

দেবব্রত রায়

বিজয় শঙ্কর সিংহ

সুতপা হাজরা

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

প্রণব কর

দেবলা মুখার্জী

নীতি বদলের দাবিতে ঐকবদ্ধ দেশ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

মানুষ মারা নীতির দুই ঠিকাদার রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল দমাতে পারল না প্রতিবাদী মানুষদের। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্পভিত্তিক ফেডারেশনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বানে কৃষকদের ফসলের লাভজনক দর, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বেঁচে দেওয়া, পেট্রোপণ্যের সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি সহ ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে গত ২৮-২৯ মার্চ, '২২ দু'দিনের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে নয়া ইতিহাস গড়ল ভারত। শ্রম ও উৎপাদনে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যাকে এই ধর্মঘটের পরিধি স্পর্শ করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধিতায় এই ধর্মঘট রুখতে শুধু কেন্দ্র নয়, কেরালা ছাড়া প্রায় সব রাজ্যের সরকার কালা কানুনের সব সম্ভার নিয়ে পথে নেমেছিল ধর্মঘট রুখতে, কিন্তু লাভ হয়নি। এসমা বিধি সহ যাবতীয় প্রশাসনিক রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে শ্রীনগরের অঙ্গনওয়ারি কর্মী থেকে তুতিকোরিন বন্দরের শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান দিয়েছে শেষ কথা বলার হক তাদেরই।

ধর্মঘটের দেশব্যাপী চিত্র ঃ

ধর্মঘটের দু'দিন দেশের অন্তত ৮ রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট কার্যত বন্‌ধের চেহারা নেয়। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পুদুচেরি, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, আসাম, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ডে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। একই ছবি দেখা যায় ত্রিপুরাতেও। ত্রিপুরার শাসকদল জনগণের প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিতে পরিবহন শ্রমিক, মালিকদের গাড়ি চালাতে হুমকি দেওয়া হয়। এই সর্বগ্রাসী আক্রমণের মধ্যেও সর্বাত্মক সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাবাসী জেদি লড়াইয়ের বার্তা দেয় কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারকে। ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠানকে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে লাইসেন্স বাতিলের হুমকি জাতীয় সড়কগুলিতে অবরোধ কর্মসূচী জেড়ে দেশজুড়ে সড়ক পরিবহন কার্যত থেমে যায়। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে সড়ক অবরোধ এবং রেল স্টেশনগুলিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখায়। কারখানার গেটে জমায়েত হয়ে শ্রমিকরা উৎপাদন রুখে দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকরা রাস্তাজুড়ে মিছিল করে। ধর্মঘট করা যাবে না---হাইকোর্টের এমন রায়ের পাশাপাশি মজুরি ছাঁটাইয়ের নির্দেশ, কাজ হারানোর হুমকিকে উপেক্ষা করেই শ্রমজীবীরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক হরিয়ানার বিভিন্ন শিল্প এলাকাগুলিতে নজিরবিহীন ভাবে সফল হয় ধর্মঘট। ছত্তিশগড়, বিহার, রাজস্থানের শিল্পাঞ্চলেও ধর্মঘটের দারুণ প্রভাব পড়ে। বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট নজর কেড়েছে গোটা দেশের। শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ততায় বন্ধ ছিল তুতিকোরিন এবং পারাদ্বীপ বন্দর। তুতিকোরিনের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জাহাজ চলাচল রুখে দিয়ে প্রতিবাদী স্পর্ধার নতুন নজির সৃষ্টি করেন ধর্মঘটী শ্রমিকরা। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে মালবাহী জাহাজ চালানোর চেষ্টা হলে তার সামনে পাঁচ জন শ্রমিক ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজকে রুখে দিতে সক্ষম হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে রাষ্ট্রায়ত্ব ইস্পাত ক্ষেত্র বাঁচানোর জন্য বন্‌ধের ডাকে সারা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা শহর। একই চিত্র তেল এবং ত্রিচির কারখানাগুলিতেও দেখা যায়।

নয়া উদারনীতির মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবে দেশের ব্যাঙ্ক বীমা ক্ষেত্রকে যেভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, ধর্মঘটে তার জবাব দিয়েছেন এই রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের কর্মীরা। প্রতিটি রাজ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে সর্বাত্মক।

বেসরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রেও ধর্মঘটের জোরালো প্রভাব পড়েছে ধর্মঘটে। এই ধর্মঘটে বিশেষ লক্ষ্যণীয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের অংশগ্রহণ। দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোটি কোটি শ্রমিক যাদের মধ্যে নির্মাণকর্মী, বিড়ি শ্রমিক, মুটিয়া, মজদুর, বেসরকারী পরিবহন ক্ষেত্রের শ্রমিক রয়েছেন তারা কাজ খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েও ধর্মঘটের সামনের সারিতে থেকেছেন।

দেশের প্রায় ৮০ লক্ষ প্রকল্প শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মহিলা কর্মী দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।

হরিয়ানায় পরিবহন ধর্মঘট রুখতে এসমা জারি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করেই পিকেটিংয়ে বসে যান শ্রমিকরা। সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল ধর্মঘট হয়েছে হরিয়ানা এবং তামিলনাড়ুতে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি সমূহের চরম বিষময় ফল ভোগ করছেন যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকশ্রেণি তারা ধর্মঘটে প্রমাণ করে দিয়েছেন, দেশের চালিকাশক্তির অন্যতম নিয়ন্ত্রক তারাই। দেশজুড়ে সর্বত্রই বন্ধ থেকেছে নির্মাণ কাজ। ধর্মঘটের দু'দিন ১২ লক্ষের বেশি নির্মাণকর্মী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মঘট সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

রাজ্যের চিত্র ঃ ১২ দফা দাবিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। কৃষকের ফসলের লাভজনক দর, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বেঁচে দেওয়া, কাজের দাবিসহ একাধিক দাবিতে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ডাক দেওয়া ধর্মঘটকে ভাঙতে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল রাজ্য প্রশাসন, রাজ্যের শাসক দল এবং তাদের তাবেদার পুলিশ বাহিনী। বিনা প্ররোচনাতেই অধিকাংশ জায়গায় ধর্মঘটীদের ওপর চড়াও হয় রাজ্যের পুলিশ। ধর্মঘটের আগেই নির্দেশিকা জারি করে ধর্মঘট বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মুখে বলেছিলেন, 'ধর্মঘটের ইস্যুকে আমরা সমর্থন করি, বন্‌ধকে সমর্থন করি না'। কার্যত আরএসএস-বিজেপি এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ধর্মঘটকে বানচাল করতে রাজ্য প্রশাসনকে এফ আই আর করার নির্দেশ দেন। আসলে যে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রাজ্যে সেই নীতিকেই কার্যকরী করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হলেই তার স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এসবকে উপেক্ষা করেই উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। চাবাগানগুলিতে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে পথ অবরোধে অংশ নেন। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে চটকল মহল্লায় ভোর থেকেই শ্রমিকদের কারখানার ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা চালায় শাসকদলের গুণ্ডা এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। এমনকি কোথাও কোথাও শ্রমিকদের বাড়ি থেকে তুলে এনে কাজে যোগ দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সমস্ত

অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে শ্রমিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ধর্মঘটে অংশ নেন। চটকল শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও একই চেহারা দেখা যায়। রাজ্যের গ্রামীণ ও জঙ্গলমহল এলাকা ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহলে ধর্মঘটে সামিল হন আদিবাসীরা। ধর্মঘটে ব্যাহত হয় বেসরকারী বাস চলাচল, হাট-বাজার, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলি সহ ইসিএল'র অন্যতম বৃহৎ কয়লাখনি প্রকল্প তাজমহলে ১০০ শতাংশ সফল হয়েছে ধর্মঘট। রাণিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজ্যের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘট বিরোধী অবস্থান নিলেও ধর্মঘটী শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়। এক কথায়, কোলিয়ারি ডিভিশনের খনিতে ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়। রাজ্যের একাধিক জায়গায় রেল রোকো, পথ অবরোধ—এটাই ছিল পরিচিত চিত্র। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখা, পোস্ট অফিস--- অধিকাংশ জায়গাতেই বন্ধ ছিল। সরকারী ফতোয়ার জেরে স্কুল-কলেজ খোলা থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নগন্য। ধর্মঘটে গ্রামাঞ্চল ছাড়াও কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনজীবনের ওপর প্রভাব পড়ে। রাজ্য সরকারী দপ্তরে প্রশাসনিক সন্ত্রাস জারি থাকায় ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়ে। প্রশাসনিক হুলিয়া জারিকে উপেক্ষা করে একাংশের কর্মচারী সরাসরি ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। প্রশাসনের মূল ভরকেন্দ্র অস্থায়ী কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল। এই অংশের কর্মচারীদের চাকরিগত নিশ্চয়তা না থাকায় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং শাসকদলের নেতাদের হুমকিকে উপেক্ষা করে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে নতুন করে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তদ্‌সত্ত্বেও এই ধরনের শোষণের শিকল ছিন্ন করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামই একমাত্র পথ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামই পারে কর্মজীবনের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে। ২০১১ উত্তর সময়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর যখন শাসকের আক্রমণের খাঁড়া নেমে আসতে শুরু করে তখন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনভ্যস্ত শিরদাঁড়া টান টান করে তাকে প্রতিহত করার পরিবর্তে শিথিলতা দেখা যায়। শিথিল চেতনাকে টানটান করায় কিছুটা প্রতিফলন ধর্মঘটে প্রতীয়মান হয়। তবে উদারবাদের তল্পিবাহক 'ভোগবাদ' সৃষ্ট লড়াই বিমুখ প্রতিবন্ধকতাকে ভেদ করে এগিয়ে চলার চ্যালেঞ্জ রাজ্যের সব অংশের কর্মচারীকে গ্রহণ করতে হবে।

ধর্মঘটে মধ্যবিত্তের আহ্বান ঃ নয়া উদারবাদ সৃষ্ট 'নিও মিডল ক্লাস'-এর জীবন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ট্রাডিশনাল মধ্যবিত্তকে বিরাজনীতিকরণের ফাঁদে পা দেওয়াতে অনেকটা সফল। ট্রাডিশনাল জীবন দর্শনের পরিবর্তন করে ভোগ্যপণ্যের প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তীব্র আকর্ষণের পেছনে ছুটে বেড়ায় মধ্যবিত্ত মানুষ। এই প্রবণতা থেকে মধ্যবিত্ত সমাজকে বের করে এনে ধর্মঘট সহ লড়াইয়ের ময়দানে সামিল করানো খুবই দুরূহ। কারণ কর্পোরেট লবির পক্ষে কাজ করা মিডিয়া সুকৌশলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে ভোগবাদের পক্ষে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। জীবনের চলার পথে নিজস্ব 'লাইট স্টাইলকে' কেতাদুরস্ত করা মধ্যবিত্তের সহজাত অভ্যাস। কিন্তু সেই অভ্যাসে টান ধরতে শুরু করে উদার অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবে। পরিষেবা ক্ষেত্রে (আইটি সেক্টর) একসময় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা আন্দোলন সংগ্রামকে যারা অপাংক্তেয় মনে করতেন, তারাই আজকে অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন। পরিষেবা ক্ষেত্রে সরাসরি বেসরকারীকরণের প্রভাব, স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তিতে বা আউটসোর্স মাধ্যমে নিয়োগ, স্থায়ী পদের বিলুপ্তি, অর্জিত অধিকার হরণ ইত্যাদি বহুবিধ আক্রমণের সম্মুখীন সংগ্রাম আন্দোলনকে উদাসীন নয়া মধ্যবিত্তের একাংশ লড়াইয়ে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করে, যার প্রভাব ধর্মঘটে দেখা যায়। নয়া উদারবাদ বিরোধী প্রথম ধর্মঘট (১৯৯১) থেকে তিন দশকের দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে চলা ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্র ভিত্তিক আন্দোলন হঠাৎ করে হয়নি। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে কেন্দ্রের শ্রমিক বিরোধী-জন বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাটামোগত সঙ্কটের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব হয়, যার প্রতিফলন ঘটে এই ধর্মঘটে। কারণ জীবনের জন্য জীবিকা ধারনের জন্য জীবনটাই অসহায় হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে পরিত্রাণ পেতে ছাটাইকে হাতিয়ার করেই বহুজাতিক সংস্থা যেমন, শ্রম আইনকে উপেক্ষা করছে, তেমনি সরকার শ্রম আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার হরণ করছে। ফলে এই অংশের কর্মচারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৭ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছিল সারা পৃথিবীর ডিপ্রেশনের ঘটনার ১৮ শতাংশই ভারতে। জব রিলেটেড স্ট্রেস-এও ভারত এগিয়ে।

ধর্মঘটের শিক্ষা ঃ বেকারি, দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান অসাম্য, জীবন-জীবিকার সঙ্কট এমন পর্বে পৌঁছেছে যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা এই সঙ্কটের জন্য চাহিদার অভাবকেই দায়ি করছেন। তাদের মতে শিল্পে মন্দা দূর করতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিরাট পরিমাণ সরকারী বিনিয়োগ। এর মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং মানুষের হাতেও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই অর্থ খরচ হলে দেশের উৎপাদনশীল ও শিল্পক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন শুরু হবে।

কিন্তু মোদি সরকার সে পথে না গিয়ে যে পথ ধরেছেন, তা এই সঙ্কটে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। চাহিদা সৃষ্টি করার পরিবর্তে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার কর্পোরেট এবং বিদেশী পুঁজিকে আরও তেজি করার জন্য ২ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা কর্পোরেট কর ছাড় দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আপামর জনগণের স্বস্তির জন্য কিছুই দেওয়া হয়নি। উল্টে শিল্পপতিদের সৃষ্ট এই সঙ্কটের দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। ব্যাঙ্ক, বীমা, ও এন জি সি, হ্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে কাজের ঘণ্টা বাড়ানো হচ্ছে। একদিকে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, অপরদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক মানুষের ছাটাই চাহিদা সৃষ্টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে। অর্থাৎ এক কথায় যে কারণে মন্দার সৃষ্টি তা দূর করার পরিবর্তেন সঙ্কট সৃষ্টির কারণকেই দাওয়াই হিসাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আর জনজীবনের এইসব জ্বলন্ত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, এন আর সি, নাগরিকত্ব আইন প্রভৃতির জিগির তোলা হচ্ছে। আর এস এস'র সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাঙ্ক সংহত করার জন্য দেশে মেরুকরণকে তীব্রতর করার প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত বহন করে। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়াটা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিকেই লঙ্ঘন করে। সংবিধান কেবল নাগরিকত্ব নয়; জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়।

'এক দেশ, এক নির্বাচন, এক জাতি, এক নেতার' স্লোগান ছাড়াও ভারতের বহু বৈচিত্র্যের সমস্ত দিকের উপর আক্রমণ বাড়ছে, যা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থীর সংবিধানকে উপেক্ষা করার বিজেপি-আর এস এস-র ঘৃণ্য রাজনীতির। এহেন মোকাবিলায় জীবন-জীবিকার সমস্যা, বিশেষত খাদ্য, চাকরি, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে দেশব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তোলাই প্রধান কর্তব্য। ইতিমধ্যে ক্ষেত্র ভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে হাঙড়ের হাতে তুলে দেবার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছেন। প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পে ব্যাপক আকারে বেসরকারীকরণ এবং বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা পাঁচদিনের ধর্মঘট করে আপাতত বেসরকারীকরণ রুখে দিতে পেরেছেন। কয়লা শিল্পের ইউনিয়নগুলি কয়লার বাণিজ্যিক উত্তোলন ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের বিরুদ্ধে ২৪ সেপ্টেম্বর '২১ দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছে।

আজ দেশের মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা আদানি-আম্বানীদের অধীনে থাকবে, না তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। চিলিতে সরকারের নীতির প্রতিবাদে ১০ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায়। আমাদের দেশেও কেন্দ্রের জনবিরোধী-দেশবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে হবে, দেশের সংবিধান ধ্বংসকারীদের হাতে দেশ কখনোই সুরক্ষিত থাকতে পারে না। তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার, দেশের জনগণকে রক্ষার সুমহান দায়িত্ব প্রতিপালনের শপথ গৃহীত হয়েছে দু'দিনের ধর্মঘটে। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গেও ভালো সাড়া

হাওড়া ডিভিশনে ট্রেন চলাচলে ভালোই প্রভাব পড়ে। ট্রেনের যাত্রী সংখ্যাও কম ছিল। রাজ্যের বহু জায়গায় অবরোধকারীদের ওপর পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী হামলা চালায়। বেশ কিছু জায়গায় ধর্মঘটের বিরোধিতা করে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি-র থেকে তাদেরই বেশি তাগিদ ছিল ধর্মঘটকে রোখার। বহু জায়গায় তৃণমূল বাহিনী জমায়েত করে জোরজবরদস্তি দোকান-বাজার ও অফিস খুলতে পর্যন্ত বাধ্য করে। কলকাতায় পুলিশ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকিতে পরিবহন শ্রমিকরা বাধ্য হয়েছেন গাড়ি বের করতে। অনেক জায়গায় পুলিশ দিয়ে ব্যাঙ্ক খোলানো হলেও কর্মীরা আসেননি।

২৯ মার্চ, ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনও ধর্মঘটকে সফল করার জন্য কলকাতা সহ সব জেলাগুলিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব ও মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ এবং রেল রোকো কর্মসূচীতে শামিল হন। পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী বহু জায়গায় তাঁদের ওপর চড়াও হয়। অসংখ্য ধর্মঘটীকে গ্রেপ্তার করে ধর্মঘটকে বানচাল করার চেষ্টা বিফলে যায় পুলিশের।

পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও দু-দিন ব্যাপী ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে গোটা রাজ্যেই। কর্মস্থলগুলিতে হাজিরা ছিল খুবই কম। কলকাতায় সরকার জোর করে বাস চালালেও যাত্রী সংখ্যা ছিল নগণ্য। গোটা রাজ্যে গ্রামীণ জেলাগুলির পরিবহন ব্যবস্থায় ধর্মঘটের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম সংখ্যায় বাস চলেছে। অটো, ডিজেল চালিত ভ্যানরিকশা এবং টোটোর সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট কম। দোকানদাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটকে সমর্থন করে বহু জায়গায় দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। রাজ্য সরকার ধর্মঘটের আগে হুমকি দিয়ে নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারী অফিসগুলির হাজিরাতে প্রভাব পড়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের বড়ো শিল্পগুলিতে হাজিরা ছিল খুব কম। হলদিয়া থেকে মহেশতলা, চকচকা থেকে নৈহাটি, চাঁপদানি , সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে শামিল হন শ্রমিকরা। কারখানাগুলির গেটে গেটে ছিল পিকেটিং। কোথাও রাস্তা অবরোধ, কোথাও অবস্থান করেন শ্রমিকরা। প্রতিটি শিল্পাঞ্চলেই টোটো, বাস ও রিকশা চালকরাও ধর্মঘটের সমর্থনে কারখানার শ্রমিকদের পাশে থাকেন।

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। গ্রামেগঞ্জে কৃষক ও খেতমজুররা চাষের কাজে মাঠে নামেননি। গ্রামীণ পরিবহন এবং দোকানবাজারেও ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। প্রতিবাদী আনিস খানের আমতার গ্রামের মানুষ এবং সম্প্রতি গণহত্যা দেখা রামপুরহাটের মানুষ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতেও কাজ প্রায় হয়নি। চা বাগানের মজদুররা শুধু তাঁদের বাগানে পিকেটিং করে ও ধর্মঘটের মিছিলের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। বহু জায়গায় তাঁরা সরাসরি অংশ নিয়েছেন রাস্তার লড়াইতেও। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা আটকে দিয়েছেন ট্রেন, আটকে দিয়েছেন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক। চা বাগান লাগোয়া গ্রামীণ অঞ্চলেও ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক।

ধর্মঘটকে রোখার জন্য এরাজ্যের প্রশাসনিক সক্রিয়তা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকেও ছাড়িয়ে যায়। ধর্মঘট ভাঙার জন্য দু-দিন আগেই সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ধর্মঘট সফল হওয়ার খবর পেয়ে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রেল ও রাস্তা অবরোধ করে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যের মানুষের প্রতিবাদ দেখে দার্জিলিং থেকে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকারী আইনে এফ আই আর করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মঘটের সাফল্য দেখে ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী 'গুন্ডামি করা হয়েছে' বলেও মন্তব্য করেন। □

ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

এ তো পুরনো কাসুন্দি

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বামপন্থীদের যে নীতিগত অবস্থান তাকে অভিনন্দিত করার মতো হৃদয়ের প্রসারতা অভিরূপবাবুর নেই।

শুধুমাত্র সংগৃহীত কর বিভাজনের অর্থই নয়, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পেও রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ সময়ের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত, কেন্দ্রীয় অনুদানকেও রাজ্যের আয় ধরে নিয়ে অভিরূপবাবু 'হাঁসজারু' খাড়া করতে চেয়েছেন।

তিনি ঋণ-আয় অনুপাতের ভিত্তিতে অনেকগুলি রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এদের মধ্যে কারও অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের থেকেও খারাপ, কারও অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মতোই। কিন্তু শুধু এটুকু বলেই থেমে গেছেন। আরও যা বলার দরকার ছিল, কিন্তু বলেননি, তা হল, ঐ রাজ্যগুলি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রকল্প পরিচালনা করার পাশাপাশি স্ব স্ব রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়। ঐ রাজ্যগুলি যদি পারে, আমাদের রাজ্য সরকার কেন পারবে না, সেই প্রশ্নের উত্তর অভিরূপবাবু দেননি। আরও একটি বিষয়, যা তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন, তা হল, ২০১১ সাল থেকেই মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখা হচ্ছে। কিন্তু 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' বা 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচী শুরু হয়েছে সম্প্রতি। তাহলে যখন এই প্রকল্পগুলি ছিল না, তখনও মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখার কারণ কী? এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তা হল, যে সরকারী প্রকল্পগুলি নিয়ে অভিরূপবাবু গদগদ, সেগুলি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন সরকারী কর্মচারীরা। গুটি কয়েক মন্ত্রী বা আমলা এই কাজ করছেন না। সরকার এই প্রকল্পগুলির সাফল্য দাবি করে জনগণের কাছে ভোট চাইবে, অথচ যাদের নিরলস পরিকল্পনার জন্য এই সাফল্য, তাদেরই জনগণের কাছে 'ভিলেন' বানিয়ে দেওয়ার মানে কী?

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সমগ্র আলোচনায় অভিরূপবাবু মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি একবারও উল্লেখ করেননি। কারণ মূল্যবৃদ্ধির কথা বললেই মহার্ঘভাতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়। তিনি এমনভাবে মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গ হাজির করেছেন, যেন 'হরলিক্স' যেমন বাচ্চারা এমনি এমনি খায়, তেমনি মহার্ঘভাতাও কর্মচারীরা এমনি এমনি চায়! মহার্ঘভাতার পাশাপাশি চুক্তি নিয়োগের পক্ষে যে সওয়াল করেছেন তা আরও ভয়ঙ্কর। তাঁর যুক্তি বিন্যাস থেকে মনে হবে, চুক্তি কর্মচারীরা বুঝি ভিন্ গ্রহের জীব। ভিন্ গ্রহ থেকে তাদের ধরে এনে কম পয়সায় কাজ করিয়ে, সেখান থেকে পয়সা বাঁচিয়ে সামাজিক প্রকল্প চালানো হচ্ছে। এতো কলসির পাশ ফিরে বা চিৎ হয়ে শোওয়ানোর মতো। যিনি লক্ষ্মী ভাণ্ডারের পাঁচশো টাকার জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর সন্তান হয়তো চুক্তি কর্মচারী। যদি তাঁর সন্তান স্থায়ী কর্মচারী হতেন, যদি ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকত, তাহলে মায়ের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজনই হয়তো হতো না। যদি রাজ্য প্রশাসনের কয়েক লক্ষ শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করা হয়, যদি শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে—যা রাজ্যের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে, রাজ্য সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাবে --- অর্থনীতি বিদ অভিরূপবাবুর অজানা নয়। কারণ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ। কিন্তু গণতন্ত্রের ভেক ধরে 'মসীহাতন্ত্র' চালাতে হলে, নাগরিকদের সরকার বাহাদুরের কৃপাপ্রার্থী প্রজায় পরিণত করতে হয়। এ রাজ্যে এখন দ্বিতীয় পথটিই অনুসৃত হচ্ছে। অভিরূপবাবুও মসীহাতন্ত্রের পক্ষে কলম ধরেছেন।

অভিরূপবাবু বোঝাতে চেয়েছেন, রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার সাধারণ জনগণ। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা নন। সরকারী কর্মচারীরাও যে জনগণেরই অংশ, সে বিতর্কও না হয় থাকল। কিন্তু আরও বেশ কয়েকটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের কথা অভিরূপবাবু জেনেও বলেননি তা হল, প্রতি বছর বিভিন্ন ক্লাবকে, পুজো কমিটিকে, বিভিন্ন এন জি ও-কে দেদার টাকা বিলি করা হয়। ঢালাও অর্থের অভাব হয় না সরকারের নিজস্ব বিজ্ঞাপনের জন্যও। অভাব ঘটে শুধুমাত্র মহার্ঘভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রেই।

আসলে মহার্ঘভাতা দেওয়া মানে অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায় না। অভিরূপবাবু এটা জানেন, কিন্তু বলেননি। □

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

কর্মচারীদের রাতজাগা

অ্যান্ড অ্যালাউন্স) বিধি চালু হলেও ২০১৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বর্তমান সরকারের অর্থ দপ্তরের চালু করা সেই বিধিতেই উধাও করে দেওয়া হয় মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গ। পরবর্তীতে লাগাতার পথে নেমে আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে চাপে পড়ে নবান্নে কর্তারা পে স্লিপে ডি.এ কথাটি যুক্ত করেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্তি মাত্র ৩ শতাংশ। এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে পাওয়া রোপা বিধিই এ রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির ভিত্তি, যা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও তার রায়ে জানিয়ে দিয়েছে।

এই অবস্থানে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য বলেন মহার্ঘভাতা পাওয়া কর্মচারীদের বেতনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটা যে অধিকার তা এতদিন রাজ্য সরকার মানতে চায়নি। মহার্ঘভাতা দিতে সরকার বাধ্য নয় বলে মমতা ব্যানার্জীর সরকার যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কর্মচারীদের কাছে হেরেছে সরকার। মহার্ঘভাতা সরকারকে দিতেই হবে কোলকাতা হাইকোর্ট সেই নির্দেশ দিয়েছে। মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার ছিনিয়ে নিতে কর্মচারীদের যেমন রাস্তায় লড়াই করতে হয়েছে, উল্টোদিকে এক অংশের কর্মচারী আইনি লড়াইও লড়েছেন। তবে এখানেই থেমে থাকলে হবে না। তিনি আরও বলেন, পেশাগত দাবিতে লড়াই তো থাকবেই সেই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের বঞ্চিত মানুষ অধিকার রক্ষার লড়াই করছেন। তাঁদের লড়াইতে নিজেদের যুক্ত করুন, নেতৃত্ব দিন, শূন্যপদ পূরণের দাবিতে যুবক-যুবতীদের লড়াইতে থাকুন। শিক্ষকদের লড়াইতে থাকুন, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে সোচ্চার হন। শ্রমিক কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে নিজেদের যুক্ত করুন। সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করুন। দেখবেন সরকার মাথা নোয়াতে বাধ্য হবেই।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ বলেন, এই মুহূর্তে মহিলা সমিতির লড়াই লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেখানে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্যের মহিলা কর্মচারীরাও লড়াই করছেন। এ লড়াই আপনাদের সংগঠনেরও লড়াই। সরকারি কর্মচারী ছাড়া প্রশাসন চলবে না, কিন্তু রাজ্য সরকার শুধু প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি অংশকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। রাজ্যে এ মুহূর্তে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা নয়, পি. এসসি নয়, কাটমানি আবশ্যক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক সাংবিধানিক নিয়োগ প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিচ্ছেন। কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সহ অর্জিত অধিকার হরণ করছেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করা যাবে না। এ যেন—"ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, কেউ শব্দ কোরোনা।" নবান্নের চোদ্দ তলায় কোনো শব্দ যেন না পৌঁছায় তাই সংগঠনের নেতৃত্বরা নবান্নে দাবি জানাতে গেলে শ্লোগান দিলে তাদেরকে দূর-দূরান্তে বদলী হতে হয়। অপরদিকে আমাদের রাজ্য আজ গোটা দেশে শিরোনামে দুর্নীতির কারণে।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ শুরুতেই এই ঐতিহাসিক সমাবেশে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন এই অবস্থান কর্মসূচী থেকে আগামী বৃহত্তর লড়াইয়ের সূচনা হল। বকেয়া মহার্ঘভাতা, সরকারি দপ্তরগুলিতে শূন্যপদে নিয়োগের দাবি কার্যকরী করতে কর্মচারীদের প্রত্যাঘাতী লড়াইয়ের মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুতি নিক। কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাবি বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন সামাজিক খাতে ৪১ শতাংশ অর্থ খরচ করত। তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দিত, কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়কালে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীরা চরম বঞ্চনার সম্মুখীন। মহার্ঘভাতার দাবি জানাতে গেলে কর্মচারীদের সারমেয়র সঙ্গে তুলনা করে রাজ্য সরকারের মাননীয়া প্রধান বলেছেন, ঘেউ ঘেউ করবেন না। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের আন্দোলন জারি রেখেছে। সংগঠনের নেতৃত্বরা নবান্নে স্লোগান দিয়ে গ্রেপ্তার, পরবর্তীতে দূরদূরান্তে বদলী হওয়া সত্ত্বেও সংগ্রাম আন্দোলন থেমে থাকেনি বরং আরও জোরদার হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে বহুবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর জন্য চিঠি দেওয়া হলেও তিনি সাক্ষাৎ করেননি। আজকেও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সভাপতি সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বাহ্নেই চিঠি দিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেননি। কিন্তু সংগঠন থেমে থাকবে না। কর্মচারীর বকেয়া মহার্ঘভাতা, সরকারী প্রশাসনে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবি এবং এক্ষেত্রে চুক্তিপ্রথায় কর্মরত কর্মচারীদের অগ্রাধিকার, সমকাজে সমবেতন, রাজ্যে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার সহ মূল্যবৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি সহ মেহনতীর প্রতিটি সংগ্রামে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ রাস্তার আন্দোলনে সামিল থাকবে।

এছাড়াও ২০ মে গণঅবস্থানের প্রথম দিনে বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সন্দীপ রায়, যুক্ত কমিটির পক্ষে রুইদাস সাহা রায়, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে মৃন্ময় রায়, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে নীলকমল সাহা, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য, জীবনবীমা কর্মচারী সমিতির পক্ষে জয়ন্ত মুখার্জী। ২০ মে রাত্রি থেকে ২১ মে সকাল ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সৌমেন রায় সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতি। যেমন হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন, কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি (WBMOA), ওঃ বেঃ লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সমিতির পক্ষ থেকে একই সঙ্গে মহাকরণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সহ বিভিন্ন জেলার পক্ষ থেকেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাবেশ মঞ্চে পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য। পরবর্তীতে প্রোজেক্টার-এর মাধ্যমে রাতে অবস্থানকারী দুই সহস্রাধিক কর্মচারীদের কাছে পরিবেশিত হয় দুটি চলচ্চিত্র '1917' এবং 'টিকিট'। গণ অবস্থানের দ্বিতীয় দিন ২১ মে অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের হাইকোর্ট কমিটির পক্ষ থেকে সমাবেশ মঞ্চে পরিবেশিত হয় 'নকল আদালত' যা গণঅবস্থানকারীদের দারুণ উদ্দীপ্ত করে। ২০ মে সমাবেশ মঞ্চে গণঅবস্থানকারীদের সহমর্মিতা জানাতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ্ সার্ভিস ডক্টরসের পক্ষে ডাঃ মানস গুমটা এবং বিশিষ্ট আইনজীবি ফিরদৌস শামিম। সমাবেশের দ্বিতীয় দিন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে জোর দেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের উভয় সরকারই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে ইচ্ছুক নয় তারা। অর্জিত অধিকার লুট করার চেষ্টা চলছে। এই আক্রমণ কেবলমাত্র সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধেই নয় সর্বত্র ঘটছে, একযোগে এই আক্রমণ প্রতিহত না করা গেলে আগামী প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সমাবেশে উপস্থিত বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ডঃ সুজন চক্রবর্তী অবস্থানকারী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সরকার মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। এ রাজ্যের তৃণমূল এবং ও রাজ্যের বিজেপি সরকার সরকারী কর্মচারীদের ডি.এ নিয়ে 'অসভ্যতা' করছে। দেশের মধ্যে এই দুই রাজ্যেই সরকারী কর্মচারীরা মাত্র ৩ শতাংশ ডি.এ পাচ্ছেন। সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, ন্যায্য দাবি নিয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বরা। তিনি কার্যত পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সাহসে কুলোয়নি কর্মচারীদের মুখোমুখি হওয়ার। সরকার দাবি করছে ডি.এ দেওয়ার টাকা নেই। তাহলে সরকারী টাকায় খেলা, মেলা, ভাইপো কাপ, হেলিকপ্টার চলছে কিভাবে? এতদিন সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের দাবি জানালেই জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে বদলি করে দেওয়া হত। এখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে দার্জিলিংয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা বলছি, অপেক্ষা করুন, আর ক'দিন বাদেই গোটা সরকারটাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখে আধিকারিকদের জন্য বিশেষ ভাতার ঘোষণা করেছে রাজ্য। শূন্যপদ পূরণ করার দাবি জানিয়ে রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করারও লড়াই লড়ছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা।

গণআন্দোলনের নেতৃত্ব শতরূপ ঘোষ বলেন, বহু পূর্বেই স্যাট রায় দিয়ে বলেছিল এরিয়ার সহ মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিতে, কিন্তু রাজ্য সরকার তা মানেনি। হাইকোর্টে চর খেয়ে খেয়ে শিক্ষা হয় না এই সরকারের। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে মহার্ঘভাতার বিষয় নিয়ে নাকি সুপ্রিম কোর্টে যাবে রাজ্য সরকার। আসলে বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের ট্যাক্স-এর টাকাকে নিজেদের ব্যক্তিগত টাকা মনে করে। পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা, দুর্গাপুজোর টাকা, ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু যে সরকারী কর্মচারীরা কোভিড পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন তাদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার সময় সরকারের টাকা থাকে না। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে দেবাঞ্জন দে, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষে দীপক মিত্র, কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে রূপক মুখোপাধ্যায়, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষে অতনু দাশগুপ্ত, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে সংকেত চক্রবর্তী, এবিপিটিএ-র পক্ষে দেবাশীষ দত্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নীলকমল সাহা। সমাবেশ থেকে আগামী ২৩ মে সোমবার আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া ডি.এ-র দাবিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারী দপ্তরে টিফিনের বিরতিতে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। □

দেবাশীষ রায়

সম্মেলন সংবাদ

সম্মেলন সংবাদ

সম্মেলন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) ৮০তম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে শতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ৮০ জন লাল শাড়ি পরিহিত রক্তপতাকাবাহী মহিলা কমরেড সহ প্রায় সহস্রাধিক প্রতিনিধি বর্ণাঢ্য মিছিল মালদা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুবিমল সেন। ঐ দিনই বিকালে প্রয়াত কমরেড অনন্ত নায়ক নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক কেন্দ্র উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুবিমল সেন।

রক্তপতাকা উত্তোলন ও মাল্যদানের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী (৯-১০.৪.২২) সম্মেলন শুরু হয়। দেবলা মুখার্জী, শেখ আখতার আলি এবং আশিস দে-কে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন হয় মালদা শহরের দুর্গাকিঙ্কর সদনে। কমরেড রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নগর (মালদা শহর) এবং কমরেড মানস ঘোষ মঞ্চে (দুর্গাকিঙ্কর সদন) ৮০তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন সুমিত ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অরূপ চন্দ, নিরীক্ষীত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন দীপক রায়, কমরেড রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং কমরেড মানস ঘোষ-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিষয়ঃ ই-গভর্নেন্স ও কর্মচারী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক সাত্যকি রায়।

১৬টি কেন্দ্রীয়, ১৯টি আঞ্চলিক ও ৫টি জরুরি প্রস্তাব পাঠ ও সমর্থন করা হয়। ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন সজল ঘোষ। মোট প্রতিনিধি উপস্থিতি ছিলেন ৩৫৭ জন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৪৭ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন এবং সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে প্রতিনিধিদের প্রতিবেদনের আলোচনার উপর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত। ৯৮ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ দেন আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে।

৮০তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুটি প্যানেল আলোচনা হয়। বিষয়ঃ (১) সোস্যাল মিডিয়ার যুগে মুখপত্রের ভূমিকা, (২) মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলনের সামনে বাধা এবং উত্তরণের পথ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ২৭ জন।

আগামী দিনের কমিটি ঃ সভাপতি ঃ শেখ আখতার আলি। **সাধারণ সম্পাদক ঃ** অভীক সেনগুপ্ত, **যুগ্ম সম্পাদক ঃ** অরূপ চন্দ, প্রণব কর। **কোষাধ্যক্ষ ঃ** দীপক রায়, **সমন্বয় পত্রিকা সম্পাদক ঃ** ইন্দ্রনীল সান্যাল, **সহযোগী সম্পাদক ঃ** অনিন্দ্য চ্যাটার্জী। □

* * *

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ২০তম (দ্বাদশ দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিগত ২৫-২৬ মার্চ, ২০২২ উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত নগর (বারাসাত), কমরেড মলয় রায় নামাঙ্কিত সভাকক্ষ (রবীন্দ্র ভবন), কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম নামাঙ্কিত মঞ্চতে।

২৫ মার্চ সকাল ৯.৩০ মিনিটে এক দৃপ্ত মিছিল বারাসাত শহর পরিক্রমার পরবর্তীতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়। পরবর্তীতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমেন রায়। সমিতির সহ সভাপতি ত্রয় ভানুদেব চক্রবর্তী, দিলীপ বিশ্বাস ও রত্না গাজীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠনের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক দুটি শোকপ্রস্তাব পেশ করা হয়, যার একটি সমিতির সদ্য প্রয়াত কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক কমরেড অসীম ব্যানার্জীর অমলিন স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ অপরাজিত বসু। সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সম্মেলনকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখেন পেনশনার্স যুক্ত মঞ্চের পক্ষে আরশি রায়।

সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক পাঁচকড়ি নায়েক, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ প্রিয়ব্রত সেন। সমিতিগত দাবিদাওয়া সহ ৪টি প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অন্যতম সহ সম্পাদক সুপ্রিয় রায়চৌধুরী। ২৮-২৯ মার্চ দেশজোড়া ধর্মঘট সফল করার আহ্বান সহ ৫টি প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অন্যতম সহ সম্পাদক খগেন চক্রবর্তী এবং বেসরকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনের বিরোধিতা সহ ৪টি প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অপর সহ-সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জী। ১৩টি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অরুণা ঘোষ। সম্মেলনে ২২টি জেলার পক্ষ থেকে ৩ জন মহিলা সহ মোট ৩৪জন প্রতিবেদন আয়-ব্যয় ও খসড়া প্রস্তাবাবলীকে সমৃদ্ধ করে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৬ মার্চ সম্মেলন মঞ্চে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত বিশিষ্ট অধ্যাপক গৌতম রায় "মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন-সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদের প্রভাব" বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন যা সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করে।

অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক পার্থপ্রতীম গোস্বামী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সুকুমার দাস তাদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রতিবেদনের ওপর প্রতিনিধিদের আলোচনাকে সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্য বসু।

সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য ৪৯ জন আমন্ত্রিত সহ ১৮৯ জনের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। শমিক সেনগুপ্ত সভাপতি, সুপ্রিয় রায়চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক এবং প্রিয়ব্রত সেন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সম্মেলন মঞ্চে সমিতির মুখপত্র 'প্রবীণ কণ্ঠ'-র সম্মেলন সংখ্যা প্রকাশ করেন অধ্যাপক গৌতম রায়। একই সঙ্গে সমিতির ৩০ বছরের পথ চলার বিষয়ে একটি পুস্তিকাও সম্মেলন মঞ্চে প্রকাশিত হয়। এই পর্বের সঞ্চালক ছিলেন 'প্রবীণ কণ্ঠ'-র সম্পাদক বিপ্লব মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলনের প্রাক্কালে ২৪ মার্চ ২০২২ কমরেড সুব্রত মজুমদার, কমরেড স্মরজিৎ ভট্টাচার্য ও কমরেড রতন দাস স্মরণে একটি প্রগতিশীল পুস্তক বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ৬৫ হাজার ১৩০ টাকার বই প্রতিনিধি সহ সকলে ক্রয় করেন। □

* * *

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের ৬৩তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন বিগত ৭-৮ মে '২০২২ হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলন শুরুর আগের দিন ৬ মে তারিখে চুঁচুড়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন ও প্রিয় সমিতির মুখপত্র স্মারক পত্রিকার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখপত্রের ভূমিকা' বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিধ অধ্যাপক ডঃ শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। পরবর্তীকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

৭ মে '২০২২ একটি বর্ণাঢ্য মিছিল চুঁচুড়া শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন স্থলে পৌঁছায়। এই বর্ণাঢ্য মিছিলে আগত প্রতিনিধিদের পুষ্প বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অভিনন্দিত করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে। সমিতির সভাপতি ফাল্গুনি সরকার রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। মলয় রায় নগর (চুঁচুড়া) এবং পুলক রায়চৌধুরী ও গুরুপদ সরকার নামাঙ্কিত মঞ্চে (ডাককর্মী ভবন) সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি মানস কুমার দাস। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা হুগলী জেলার চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ সরকার। অন্যান্যদের মধ্যে স্বাগত ভাষণ দেন হুগলী জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক গণেশ ঘোষ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক স্বরাজ কুমার চক্রবর্তী। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দাস। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নন্দী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠন সম্পাদক প্রশান্ত ব্যানার্জী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন আয়-ব্যয় হিসাব ও প্রস্তাবাবলীকে সমর্থন করে ২৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। সম্মেলন মঞ্চ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ৬৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন মঞ্চে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে পদাধিকারী সহ ২০ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। পদাধিকারীগণ হলেন সভাপতি-রবীন্দ্রনাথ নন্দী, সাধারণ সম্পাদক-স্বরাজ কুমার চক্রবর্তী, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়-আশীষ মজুমদার ও প্রশান্ত ব্যানার্জী। দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ দেব, কোষাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দাস, সমিতির মুখপত্র স্মারক পত্রিকার সম্পাদক গৌতম দাশ নির্বাচিত হয়েছেন। □

* * *

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশনের ২৬তম রাজ্য সম্মেলন বিগত ৫-৬ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত হল প্রয়াত কমরেড মলয় রায় নামাঙ্কিত নগর (বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)-এ। প্রয়াত কমরেড নাসিরুদ্দিন শেখ ও কমরেড অসিত ঘোষ নামাঙ্কিত মঞ্চতে (জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগঠন দপ্তর, পদ্মপুকুর)। ৫ মার্চ লাল পতাকায় সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল এলাকা পরিক্রমা করার পরবর্তীতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোকপ্রস্তাব পেশ ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রকাশ্য সমাবেশের শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র তার বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভাষণে বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

মহতী রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শাশ্বতী মজুমদার। জেলা ১২ই জুলাই কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সম্মেলনের আহ্বান সংক্ষেপে বলেন। ভেটেরিনারী এ্যাসোঃ-এর পক্ষে ডাঃ দেবাশীষ সাহা পরিস্থিতি, সংগঠন এবং ভূমিকা কী হওয়া উচিৎ তা সংক্ষেপে বলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ কিসকু। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ মানস সিংহ রায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উপর সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপস্থিত ৯৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জন আলোচক তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। সম্মেলনের প্রথম দিন সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। "অহো রাত্রিকে দেখেছে যাহারা / সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয় / তারা ঠিক জানে রাত্রির পরে / আবার প্রভাত হবে উদয়" বিষয়ে আলোচক হিসাবে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রবীর মুখার্জী। সম্মেলন মঞ্চে সংগঠনের মুখপত্র 'আলোর পথে'-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে মাওবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হওয়া জঙ্গলমহলের শহীদ শালুক সোরেনের বৃদ্ধা মা হিতামনি সোরেনকে সম্মেলন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক হরিহর হালদার। সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত শহীদ জননীর উদাত্ত আহ্বান "লালঝাণ্ডা ছাড়বিক লাই"-এর মধ্য দিয়ে এক দৃপ্ত শপথ ধ্বনিত হয়। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক রজত সাহা বক্তব্য পেশ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সমরেশ দাস। সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন কালীপদ দাস। সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য লিটনকুমার পাণ্ডেকে সভাপতি, স্মরজিৎ কিসকুকে সাধারণ সম্পাদক, মানস সিংহ রায়কে কোষাধ্যক্ষ এবং পার্থপ্রতীম গোস্বামীকে সমিতির মুখপত্রের সম্পাদক করে ৫৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্থায়ী আমন্ত্রিত ৫ জন সদস্যসহ ২০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলন পরিচালনা করেন পার্থপ্রতীম গোস্বামী। গৌরী শঙ্কর লায়েক ও দেবব্রত সান্যালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৪ মার্চ প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন মাইতি নামাঙ্কিত বুক স্টল উদ্বোধন করেন জেলা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মনোজ ব্যানার্জী। পরবর্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শুভ প্রসাদ নন্দ মজুমদার। □

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-এর ৭১-৭২তম বার্ষিক সম্মেলন বিগত ৯-১০ এপ্রিল ২০২২ কমরেড পবিত্র মুখোপাধ্যায় মঞ্চ (রবীন্দ্রভবন) কমরেড অশোক কুমার সেন নগর (বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা)-এ অনুষ্ঠিত হয়। ৯ এপ্রিল সকালে সম্মেলনের শুরুতে লালপতাকা ও কর্মচারীদের দাবি সহ সাধারণ মানুষের দাবির সমর্থনে পোস্টার হাতে কর্মচারী ও সম্মেলন প্রতিনিধিদের এক দীপ্ত মিছিল বারাসাত শহর পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে সম্মেলন প্রাঙ্গনে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

সম্মেলন মঞ্চে শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমেন রায়। সমিতির সভাপতি অজয় মুখার্জী ও চারজন সহ সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, অশোক চ্যাটার্জী, জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও দেবজিৎ গোস্বামীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোক প্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডাঃ মানস গুমটা (সাধারণ সম্পাদক এ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, ওঃ বেঃ)। পরবর্তীতে রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তাপস চক্রবর্তী তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশ, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, ধর্মীয় মেরুকরণ, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসঙ্কোচন সহ শ্রমজীবী মানুষের অসহনীয় পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিকে কমব্যাট করার প্রশ্নে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। একই সঙ্গে সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বের করণীয় বিষয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুমন ব্যানার্জী। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ অসীম মণ্ডল। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক মনিশঙ্কর মণ্ডল এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর যুগ্ম সম্পাদক অজয় সমাদ্দার। প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং খসড়া প্রস্তাবাবলীকে সমৃদ্ধ করে ২১টি জেলা, ৬টি অঞ্চল এবং ৮টি বিভাগের পক্ষ থেকে ১জন মহিলা সহ ৪৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলন মঞ্চে দুটি পৃথক প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয়। (১) আমলাতন্ত্রের বাড় বাড়ন্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কল্যান দাস এবং সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অপর সদস্য মানস দাস। (২) পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দপ্তরের বিষয়ে বিশেষ প্রস্তাব পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ নন্দী এবং সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অপর সদস্য অভিজিৎ দাস। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলার সম্পাদক পার্থপ্রতীম গোস্বামী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের বক্তব্য পেশ করেন উঃ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক ভবরঞ্জন পাল। প্রতিবেদন খসড়া প্রস্তাবাবলীকে সমৃদ্ধ করে সম্মেলন প্রতিনিধিদের আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমন কান্তি নাগ। সম্মেলনে মঞ্চে সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা 'সংযোগ' প্রকাশ করা হয়। আগামী কার্যকালের জন্য মনোজ ব্যানার্জীকে সভাপতি, মনিশঙ্কর মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদক এবং অসীম মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে আমন্ত্রিত সদস্য সহ ১২৩ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আমন্ত্রিত সদস্য সহ ২৩ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্মেলন মঞ্চে সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৮ এপ্রিল কমরেড প্রশান্ত সরকার স্মরণে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক গৌতম রায়। পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ৭৬,৫৮৬ টাকার পুস্তক প্রতিনিধিরা ক্রয় করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। □

দৃষ্টি আকর্ষণ

এই সময়কালে প্রতিপালিত আরও বেশ কিছু কর্মসূচীর রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
49th Year, 11th & 12th Edition, March-April 2022
Regd. No. : 18484/71

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী রাজ্য কাউন্সিলের তৃতীয় সভা বিগত ৫ এপ্রিল ২০২২ কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষতে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কাউন্সিল সভা শুরুর

প্রাক্কালে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের বিগত জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে এ আই এস জি ই এফ-এর পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন কর্মসূচী পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহসম্পাদক দেবব্রত রায়। বিহারের বেগুসরাইতে অনুষ্ঠিত আসন্ন ১৭তম জাতীয় সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচীতে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন (AISGEF)-এর পতাকা উত্তোলন করেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শুরুতেই উপস্থিত সকলকে AISGEF-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন ১৯৯১ সালে নয়া উদারনীতির আক্রমণের বিরুদ্ধে গোটা দেশের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে AISGEF তার শরিক। আগামী ১৭তম জাতীয় সম্মেলন এ বিষয়ে আরও সঠিক দিক নির্দেশ করবে কোন পথে অগ্রসর হয়ে এই কর্পোরেট প্রেমী দেশের শাসকশ্রেণীর দ্বারা লাগু করা নয়া উদার অর্থনৈতিক আক্রমণকে ভোতা করা সম্ভব। পতাকা উত্তোলনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন AISGEF-এর জাতীয় কর্মসমিতির অপর দুই সদস্য বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সুতপা হাজরা সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিল সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এদিনের রাজ্য কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য ও সহসভাপতিত্রয় প্রশান্ত সাহা, গীতা দে এবং মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক শোকপ্রস্তাব ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি বলেন ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি পরবর্তীতে কাউন্সিল সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মধ্যবর্তী সময়ে অনেকগুলি ভার্চুয়াল সভা হয়েছে। বিগত দু'বছর ধরে গোটা বিশ্বের মানুষ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী, এক বিপুল অংশের মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অপরদিকে কোভিড Situation-কে সামনে রেখেই বিশ্বজুড়ে কর্পোরেট পুঁজির রমরমা বেড়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রথম ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী আদানির সম্পদ বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মোট মুনাফার পরিমাণ ২১০০ কোটি ডলার যা আম্বানির মোট মুনাফাকেও ছাড়িয়ে গেছে (৮২৪ কোটি ডলার)। কোভিডের কারণে গোটা দেশেই যখন এক বিপুল অংশের মানুষ যখন প্রতিদিন কর্মহীন হয়ে পড়ছেন, কাজ থাকলেও যখন প্রতিনিয়ত আয় হ্রাস পাচ্ছে, তখন দেশের (কর্পোরেট তোষামোদকারী) সরকার সংসদে যে বাজেট পেশ করলেন তা এক কথায় কর্মসংস্থানহীন, কর্পোরেটমুখী। যেখানে প্রত্যক্ষ কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে, অপরদিকে পরোক্ষ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। বেকার যুবকরা যখন কাজ করার সুযোগ না পেয়ে দিশাহারা তখন মনরেগার কাজে বরাদ্দ হ্রাস হচ্ছে। অপরদিকে ১০০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন তৈরি হচ্ছে, ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি গাড়ি কেনা হচ্ছে, ৮০০০ কোটি টাকার বেশি দামে বিমান কেনা হচ্ছে ফকির প্রধানমন্ত্রীর জন্য। ১ কোটি বেকারের চাকুরির প্রতিশ্রুতি, ১৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফেরত, ফসলের দেড় গুন দাম সবটাই যে ভাওতাবাজী এটা প্রমাণিত। কৃষকেরা এক বছরের বেশি সময় ধরে রাস্তায় থেকে বীরের মতো তিন কৃষিকালা আইন প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করেছেন। এ এক ঐতিহাসিক সাফল্য। দেশের শ্রমিকশ্রেণীও ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ ঐতিহাসিক দেশজোড়া সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দেশের সরকারকে বার্তা দিয়েছেন দাবি মানা না হলে, তিন শ্রমকোড বাতিল না হলে আন্দোলন সংগ্রাম আরও তীব্র হবে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও এবারের ধর্মঘট বিগত কয়েকটি ধর্মঘটের তুলনায় অনেক বেশি সফল হয়েছে। রাজ্যের মেহনতী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামী মেজাজে ধর্মঘট সফল করেছেন। রাজ্য প্রশাসনে কর্মরতদের মধ্যে ধর্মঘটীদের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও ভয়-ভীতিজনিত কারণে এই সুতীব্র বঞ্চনা সত্ত্বেও যারা এখনও ধর্মঘটে সামিল হতে পারছেন না তাদেরকে সাহস যোগানোর কাজ আমাদের কর্মী নেতৃত্বদেরকেই করতে হবে। একদিকে ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া, বিভিন্ন বোর্ড কর্পোরেশনে কর্মরত / অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যখন তাদের বকেয়া অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রাজ্য কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে তখন দেশের সরকারের মতো রাজ্যের সরকারও মুখ্যমন্ত্রী সুবিধার্থে ১ বছরের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে হেলিকপ্টার ভাড়া নিচ্ছেন। দীর্ঘদিন রাজ্য প্রশাসনে শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে।

অপরদিকে বিভাজনের রাজনীতিকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধানের মতো মূল সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের ময়দানে এক বড় অংশের মানুষকে সামিল করা যাচ্ছে না। বিভ্রান্তির মায়াজাল ছিন্ন করতে মতাদর্শগত সংগ্রাম জরুরি। লড়াইটা কঠিন হলেও লড়াইকে আরও জোরদার করতে হবে। পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ইতিবাচক উপাদানকে ধারণ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকে Ideology দিয়েই পরাস্ত করতে হবে।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিগত ৪ এপ্রিল ২০২২ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা সহ ২৮-২৯ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘটের পর্যালোচনা এবং সাংগঠনিক দৈনন্দিন কাজ সহ "সদস্য সংগ্রহ অভিযান ২২' সফল করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়। বিগত ৫-৬ মার্চ ২০২২ AISGEF-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ মার্চ ২০২২ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারীভবনে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেত্রী দীপ্সিতা ধর প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলাগুলিতেও অনুরূপভাবে কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ দেশজুড়ে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সারা রাজ্যজুড়ে ১০ মার্চ ২০২২ "নোটিশ প্রদান দিবস"-এর কর্মসূচী সাফল্যের সাথে পালিত হয়। ১৪ মার্চ ২০২২ বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে ও ২৮ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে টিফিনের সময় রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। একইসঙ্গে সর্বভারতীয় ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে ২১-২৫ মার্চ ২০২২ লিফলেট সহ কর্মচারীদের মধ্যে স্কোয়াড করে প্রচার কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়। এই সময়কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলির রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনগুলি পরিচালনায় জেলা ও অঞ্চলগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। আগামী এপ্রিল ও মে মাসে আরও কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন আগামী ১৩-১৬ এপ্রিল ২০২২ AISGEF-এর ১৭তম জাতীয় সম্মেলন বিহারের বেগুসরাই-এ অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ৩ জন জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য সহ সর্বমোট ২৮ জন এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সংগঠনের ব্লক / ইউনিট স্তর পর্যন্ত জীবন্ত যোগাযোগের লক্ষ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধারাবাহিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আগামী ১৮-২২ এপ্রিল ২০২২ কেন্দ্রীয়ভাবে ব্লকস্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক সফর করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস'এর কর্মসূচী আগামী ১ মে ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রতিপালন করা হবে। সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার ৫০ বছর উদ্‌যাপনের সমাপ্তি পর্যায়ে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আলোচনা সভা করা হবে। আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী ২০-২১ মে, ২০২২ কলকাতা শহরে সারা রাত ব্যাপী দু'দিনের গণঅবস্থান ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। গোটা রাজ্যের কর্মচারী সদস্যবন্ধুদের বিপুল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে কর্মসূচীকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে হবে।

সংগঠনের বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ডিসেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগামী ১৫ মে ২০২২ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনের তহবিল সংগ্রহ আগামী মে-জুন ২০২২ মাসের বেতন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আগস্ট ২০২২ মাস থেকে ব্লক সম্মেলনগুলি শুরু হবে। নভেম্বর ২০২২ মাসের প্রথম সপ্তাহে মহকুমা সম্মেলন পরবর্তীতে জেলা সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক এবং মহকুমা সম্মেলনগুলিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ২১টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের পক্ষ থেকে মোট ২৮ জন প্রতিনিধি তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। সমস্ত আলোচনাকে সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন আর বি আই-এর সর্বশেষ তথ্য বলছে দেশের অর্থনীতি খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ধাপে ধাপে মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। একই সঙ্গে যেখানে পেট্রোল-ডিজেলে ট্যাক্স ছিল ১০.৪ শতাংশ ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩২.০ শতাংশ। লাভবান হচ্ছেন কতিপয় পুঁজিপতি শ্রেণী। দুটি নীতি রূপায়ণের সরকার আমরা প্রত্যক্ষ করছি একদিকে সরকার আদানি-আম্বানীর লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা তৈরি করছে, অপরদিকে আর এস এস-এর নীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে দেশের সরকার সফল ভূমিকা পালন করছে। এর বিরুদ্ধে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে দেশের শ্রমিকশ্রেণী লাগাতার লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছে। গোটা দেশের কৃষকরা আদানিকে দূরে সরিয়ে দিলেও আমাদের রাজ্য সরকার সেই আদানিকেই রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। দেউচা-পাঁচামীতে কয়লাখনির নামে জোর করে জমি দখল ও আদিবাসীদের তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। এর বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন তারা লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছেন। গোটা দেশে বিভাজনের রাজনীতিকে সফল করার লক্ষ্যে পোষাকের ওপর ফতোয়া জারি করছেন তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পড়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। অপরদিকে সংবিধান বর্ণিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংবিধানের নামে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিচ্ছেন ধর্মীয় পোষাক গায়ে দিয়ে। মুখপত্রগুলির নিয়মিত পঠন পাঠন, প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার নিয়মিত অধ্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে গ্রাহকের কাছে পত্র-পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মী নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা রয়েছে সর্বাধিক। একাজে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ব্লক, মহকুমা, জেলা স্তরে আদায়যোগ্য স্থানীয় দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বি জি প্রেস তুলে দেওয়া, প্রেসের জমি বিক্রি করে দেওয়ার রাজ্য সরকারের তুঘলকী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে, প্রয়োজনে আইনী সহায়তা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সংগঠন করায় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল সেখানে আইনি লড়াইতে রাজ্য সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া দাবি আদায়ে অন্য কোনো পথ নেই। কাজের ঐক্য, চিন্তার ঐক্য, ইচ্ছার ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ময়দানেই জয় অর্জন করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা, আলোচকদের আলোচনা ও যুগ্ম সম্পাদকের বক্তব্যকে উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আশীষ ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়

ঐতিহাসিক মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদা

সহকারে প্রতিপালিত হল ঐতিহাসিক মে দিবসের ১৩৭তম বার্ষিকী। ১ মে'র অপরাহ্নে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের চিরউড্ডীন রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধরণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। বর্তমান সময়ে মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রবীর মুখার্জি। এই সভায়

সভাপতিত্ব করেন আশিস ভট্টাচার্য। মে দিবসের এই কর্মসূচীতে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সভা শেষে উপস্থিত কর্মচারীরা মিছিল করে শহীদ মিনারের কেন্দ্রীয় সমাবেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কেন্দ্রীয়

কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রত্যেক জেলা সদরে মে দিবস প্রতিপালিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলিও একক অথবা যৌথভাবে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 'মে' দিবস প্রতিপালন করে। □

শহীদ মিনারে মে দিবসের সমাবেশ

বরাবরের মতো এবছরও ১ মে কলকাতার শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আবেদনে মে দিবসের কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোরালো প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেছেন দেশব্যাপী দু'দিনের ধর্মঘটে মানুষের সমর্থন আমাদের সাহস জুগিয়েছে। এই সাহসে ভর করেই আগামী দিনে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক ভণ্ডামি রুখে দিতে হবে। তপন সেন আরও বলেছেন, শুধু স্মারকলিপি দিয়ে এদের থামানো যাবে না। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদের থামাতে হবে। শ্রমজীবীদের শত্রুদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মে দিবস পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় শহীদ মিনারে সমাবেশ করার অনুমতি দিতে চাইছিল না রাজ্য সরকার। ট্রেড ইউনিয়নগুলি নাছোড় হয়ে সমাবেশ করবোই বলায় বাধ্য হয়ে সম্মতি দিয়েছেন।

এ আই ডি টি ইউ সি-র এ এল ওড্ড, সি আই টি ইউ-র সুভাষ মুখার্জী, এ আই টি ইউ সি-র লীনা চ্যাটার্জী, ইউ টি ইউ সি-র দীপক সাহা, টি ইউ সি সি-র দেবদাস চ্যাটার্জী, এ আই সি সি টি ইউ-র দিবাকর ভট্টাচার্য, বি এস এন এল-র শিশির রায় ও ১২ই জুলাই কমিটির তপন দাশগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেছেন। সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অনাদহী সাহু। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-র অলোক ঘোষ, এ আই টি ইউ সি-র বিপ্লব গুপ্ত, এ আই ইউ টি ইউ সি-র স্বপন ঘোষ, টি ইউ সি সি-র প্রবীর ব্যানার্জী, এ আই সি সি টি ইউ-র অতনু চক্রবর্তী, ১২ই জুলাই কমিটির সমীর ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভায় বক্তারা শ্রমিক ঐক্যের ভিত আরও শক্ত করার ওপরে জোর দেন। আগামী দিনে মোদি সরকা এবং একই সঙ্গে এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের শ্রমিক বিরোধী অপশাসন রুখতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।